Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Falgun 25, 1430 Bangla, March 09, 2024, Saturday, No. 69, 54th year

HIGHLIGHTS

PM Sheikh Hasina while distributing Joyeeta Award marking International Women's Day 2024 has asked the women to build the country, contributing to the society equally alongside their male counterparts. (VOA: 09)

Foreign Minister Hasan Mahmud urges UAE to ease recruitment of more Bangladeshi nationals in all sectors of the UAE job market. (VOA: 07)

BNP leader Amir Khasru Mahmud Chowdhury has commented that the govt has already grabbed the votes of the people of the country and is now grabbing the votes of lawyers and businessmen. (R.Today: 15)

EU technical team in its report says the 7 January election in BD was not of international standard. They say there was no competitive environment in the elections. There was no political right and the freedom of movement was limited. (R. Today: 17)

Political leaders, energy analysts and consumer organizations have expressed mixed reactions to the increase in electricity prices, terming it unreasonable. (R.Tehran: 10)

President of National Press Club Farida Yasmin says many people have been resorting to fraud after opening a press club in many areas of the country. Journalists of so called newspapers are doing it. (DW: 10)

Working mothers say many women are forced to quit their jobs after becoming mother. This is due to non-cooperation of the organization, not giving proper maternity leave, not having enough day care centers. And lower class working women do not get many benefits. (DW: 12)

More than 2,603 buildings in the capital are at risk of fire. BD Institute of Planners says, multi-storied buildings which are prone to fire can be de-risked just by making some changes without demolishing it. (BBC: 03)

Showing respect to the women employees on Int'l Women's Day, the Biman Bangladesh Airlines authority operated an international flight entirely by women crew for the first time. (DW: 14)

At least 11 people were killed and several others imnjured in two separate road accidents in Pirojpur and Faridpur districts. (R. Today: 15)

The sound of gunfire has been heard intermittently in various areas in Myanmar's Rakhine state Since Thursday night. (R. Today: 15)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ২৫, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ০৯, ২০২৪, শনিবার, নং- ৬৯, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও জয়িতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরুষের পাশাপাশি সমাজে সমানভাবে অবদান রেখে দেশ গড়তে নারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। (ভোয়া: ০৯)

বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান সহজ করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (ভোয়া: ০৭)

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, দেশের জনগণের ভোট দখল করে এখন আইনজীবী, ব্যবসায়ীদের ভোটও দখল করছে সরকার। (রে. টুডে: ১৫)

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৭ই জানুয়ার নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের হয়নি বলে রিপোর্ট দিয়েছে ইউ কারিগারি দল। প্রতিবেদনে তারা বলেছে বাংলাদেশে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশ ছিল না। এ সময় একদিকে যেমন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না অন্যদিকে আন্দোলন করার অবাধ সুযোগও সীমিত করা হয়েছে। (রে. টুডে: ১৭)

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জ্বালানি বিশ্লেষক ও ভোক্তা সংগঠনের নেতারা। তারা বলেছেন, সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে এবং অবিলম্বে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। (রে. তেহরান: ১০)

জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "প্রেসক্লাব খুলে এখন অনেকেই ধান্দাবাজিতে নেমেছেন। নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকেরা এগুলো করছেন। (ডয়চে ভেলে: ১০)

কর্মজীবী মায়েরা বলেছেন, অনেক নারী মা হওয়ার পর চাকরি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এর কারণ প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতা। ঠিক মতো মেটার্নিটি লিভ না দেয়া, পর্যাপ্ত ডে কেয়ার সেন্টার না থাকা। আর নিম্নবিত্ত কর্মজীবী নারীরা তো অনেক সুবিধাই পান না। (ডয়চে ভেলে: ১২)

ঢাকায় অগ্নিঝুঁকিতে আছে এরকম ভবনের সংখ্যা ২ হাজার ৬০০ টিরও বেশি। তবে ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হলেই সেটি ভাঙতে হবে এমনটা নয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) বলছে, যেসব বহুতল ভবন আগুনের ঝুঁকিতে আছে সেগুলোতে কিছু পরিবর্তন এনেই ঝুঁকিমুক্ত করা যায়। (বিবিসি: ০৩)

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রথমবারের মতো নারী কর্মীদের দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করেছে 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স'। উল্লেখ্য, ফ্লাইটটি পরিচালনার সকল বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন বিমান-এর নারী কর্মীরা। (ডয়েচে ভেলে: ১৪)

পিরোজপুর সদর উপজেলায় ও ফরিদপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত হয়েছেন। (রে. টুডে: ১৫)

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বৃহস্পতিবার রাত থেকে বিভিন্ন এলাকায় থেমে থেমে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। (রে. টুডে: ১৫)

বিবিসি

ঢাকায় চিহ্নিত হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন; এগুলো কি ভাঙতে হবে ?

বেইলি রোডের ভবনে যখন আগুন লাগে তখন এটির ষষ্ঠ তলায় ছিলেন ঢাকার সজল রায়। আগুন থেকে বের হবার পথ পাচ্ছিলেন না তিনি। নামার সিঁড়ি ছিল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আলাদা কোনো জরুরি নির্গমন পথ ছিল না। মি. রায় কোনোমতে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে পড়েন। কিন্তু সেখান থেকেও নামার কোনো উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের ক্রেন গিয়ে আটকে পড়া অন্যদের সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে। "কার্নিশ বেয়ে বেয়ে দুই-একজন নেমে গেছে। একজন নামতে গিয়ে পড়েও গিয়েছিলো। কিন্তু আমি সে সাহস করিনি। ফায়ার সার্ভিস আসার পর ফ্লোরের কাঁচ ভেঙে এবং আরো কিছু ভেঙে আমাদের নামানোর ব্যবস্থা করে। আর কোনো পথ ছিল না," বলছিলেন সজল রায়। ঢাকায় যেসব বহুতল ভবন বা মার্কেট আছে সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই আগুন লাগলে বের হওয়ার জন্য আলাদা করে জরুরি নির্গমন সিড়ি থাকে না। কোথাও কোথাও আগুন নেভানোর প্রাথমিক ব্যবস্থাও নেই। আবার যেসব ভবন রেস্টুরেন্ট চালানোর মতো করে তৈরি হয়নি, সেখানেও রেস্টুরেন্ট হয়ে ভবনগুলোকে অগ্নিকাণ্ডের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। বেইলি রোডের ঘটনার পর রাজউক, সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন সংস্থা এখন অভিযান চালাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বা রেস্টুরেন্ট পেলে সেগুলো সিলগালাও করে দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু অগ্নিঝুঁকিতে থাকা এসব ভবনের কী হবে? সেগুলো কি ভেঙে ফেলতে হবে? নাকি ভেঙে না ফেলেও ভবনগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করা সম্ভব? এমন নানা প্রশ্ন ঘিরে এখন আলোচনা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের হিসেব মতে, ঢাকায় অগ্নিঝুঁকিতে আছে এরকম ভবনের সংখ্যা ২ হাজার ৬০০ টিরও বেশি। তবে সংখ্যাটা বাস্তবে আরো বেশি হবে কারণ খোদ ফায়ার সার্ভিস বলছে ঢাকার সবগুলো ভবন তাদের জরিপে আসেনি। কিন্তু ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হলেই সেটি ভাঙতে হবে এমনটা নয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) সভাপতি অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, যেসব বহুতল ভবন আগুনের ঝুঁকিতে আছে সেগুলোতে কিছু পরিবর্তন এনেই ঝুঁকিমুক্ত করা যায়। তিনি বলেন, "এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা বাড়াতে হবে। আপনি যে ভবনেই থাকেন, সেখানে সহজে বের হওয়ার রাস্তা আছে কি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ। বহুতল ভবনে একাধিক সিঁড়ি রাখতে হয়। সেটা যদি না থাকে তখন সিড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় ভবনের বাইরেও আলাদা করে সিঁড়ি যুক্ত করা যায়। এছাড়া ফায়ার ডোর দিতে হবে, যেন আগুনটা সিঁড়িতে চলে আসতে না পারে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি বলেন, সিঁড়ি এবং ছাদ দুটোকেই ফাঁকা রাখতে হবে এবং ছাদ থেকে যেন সহজে উদ্ধার করা যায় সেরকম ব্যবস্থা থাকতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই ফায়ার লিফট আছে যেটা আগুন কিংবা বিদ্যুৎহীন অবস্থাতেই চলে। সেটা ভবনে যুক্ত করা যাবে। তবে যেসব ভবনে এগুলো করার মতো অবস্থা নেই, যাচাই করে সেগুলোর বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে রাজউককে। বাংলাদেশে এখন অনেক আবাসিক ভবনে রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। বাণিজ্যিক ভবনেও রেস্টুরেন্ট হচ্ছে। যদিও বাণিজ্যিক হলেও ভবনের ডিজাইন এবং অনুমোদন মূলত অফিস বা অন্য বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য করা হয়ে থাকে, রেস্টুরেন্টের জন্য নয়। ফলে এসব ভবন থেকে রেস্টুরেন্টগুলো সরিয়ে নিলেই ঝুঁকি বহুগুণে কমে যাবে বলে জানাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক আলী আহমেদ খান। তবে তিনি সব ধরনের ভবনেই অবস্থা এবং ব্যবহার বুঝে বিভিন্ন ধরনের অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম ব্যবহারের কথাও বলছেন। "আগুনের একটা বড় উৎস বৈদ্যুতিক লাইন এবং সংযোগ। এক্ষেত্রে মানসম্মত ক্যাবল লাগাতে হবে। পুরনো লাইন নতুন করতে হবে। লাইনগুলো সিল করে দিতে হবে যেন লাইন দিয়ে আগুন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে না যেতে পারে। গ্যাসের লাইন চেক করতে হবে নিয়মিত। সাধারণ রান্নাঘর আর রেস্টুরেন্টের রান্নাঘর, গ্যাস সংযোগ, লোড ক্যাপাসিটি ইতাদি ভিন্ন হয়। সেগুলো ঠিক না থাকলে ঠিক করতে হবে। তাহলে এমনিতে ঝুঁকি কমবে। এছাড়া স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার এক্সটিংগুইশারসহ নানারকম যন্ত্রপাতি আছে, সেগুলো ব্যবহার করতে এবং ট্রেনিং থাকতে হবে," বলছিলেন আলী আহমেদ খান। নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন এক্ষেত্রে রাজউককেই দায়িত্ব নিতে হবে। যদিও একের পর এক অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটলেও সংস্থাটি থেকে এর আগে সে উদ্যোগ দেখা যায়নি। যে ভবনে রেস্টুরেন্ট থাকার কথা নয়, সেখানে রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠলেও রাজউক সেটি নজরদারির ব্যবস্থা নিতে পারেনি বলেও অভিযোগ।

তবে এখন রাজউক তো বটেই সিটি করপোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোর তরফেও অভিযান দেখা যাচ্ছে। চাপে পড়ে রাজউকও এখন বলছে, শিগগিরই ঢাকার অগ্নিঝুঁকিতে থাকা ভবন চিহ্নিত করার কাজ শুরু করবে তারা। কিন্তু সংস্থাটির কি সে সক্ষমতা আছে? এর উত্তরে রাজউক বলছে, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করার কাজ করা হবে তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে। জানতে চাইলে রাজউকের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ আশরাফুল ইসলাম বলছেন, ঢাকার ৮টি জোন অফিসে ৮টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে এ কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হবে। "এসব প্রতিষ্ঠান সরেজমিন নিজ নিজ এলাকায় প্রতিটি ভবন পরিদর্শন করবে। প্রয়োজনে বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট করবে। তারাই ভবনগুলোর সেফটি প্রটোকল দিয়ে দেবে যে, কী কী করতে হবে। আর যেগুলো অতি ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে, সেগুলোতে আমরা নোটিশ টাঙিয়ে দিবো, যেন সাধারণ মানুষ সেখানে না যায়।" তবে এরপরও আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ আছে। সেটি হচ্ছে, সেবা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা। কারণ অনেকক্ষেত্রেই রাজউক যেসব ভবনে আবাসিক কিংবা অফিসের অনুমোদন দিচ্ছে, সেই একই ভবনে রেস্টুরেন্টের জন্য ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছে সিটি করপোরেশন। পানি, গ্যাস, বিদ্যুতের সংযোগও দিচ্ছে অন্যান্য

সেবা সংস্থাগুলো। অবশ্য রাজউক এখন জানাচ্ছে, এসব সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের জন্য টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজউকের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ বলেন, “আমরা সব প্রতিষ্ঠানকেই এখন চিঠি দিয়ে দেবো যে, রাজউকের নকশায় ভবেনের যে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে, সিটি করপোরেশন বা অন্য কেউ যখন ট্রেড লাইসেন্স দেবে কিংবা পানি/গ্যাস/বিদ্যুতের সংযোগ দেবে, তারা যেন রাজউকের অনুমোদন দেখেই ব্যবস্থা নেয়। সেটা হলে এক ব্যবহারের অনুমোদন নিয়ে অন্য কাজে কেউ ভবন ব্যবহার করতে পারবেনা। ফলে ঝুঁকি কমবে।” রাজউক এবারও আশা দেখাচ্ছে। যদিও আগুনের ঘটনা বাংলাদেশে নতুন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অগ্নিনিরাপত্তা না মানা ভবনগুলোর বিরুদ্ধে রাজউক কতটা, কী করতে পারে তার উপরই নির্ভর করছে সংস্থাটির উদ্যোগ কতটা সফল হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৩.২০২৪ রিহাব)

বাংলাদেশে বিদ্যুতের দাম এভাবে বাড়ছে কেন ?

বাংলাদেশে নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেয়ায় সাধারণ মানুষকে এ মাস থেকেই বর্ধিত দামে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে। ভোক্তা পর্যায়ে সাড়ে আট শতাংশ মূল্য বৃদ্ধিকে সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে 'মূল্য সমন্বয়', তবে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে এটি আরেক দফা দাম বৃদ্ধি। নতুন দাম অনুযায়ী আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের বিদ্যুতের মূল্য এখন ৪.৬৩টাকা এবং ৬শ ইউনিটের বেশি ব্যবহারকারী গ্রাহকের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ১৪.৬১ টাকা। বাংলাদেশে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে, বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া। গত দশ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, উৎপাদনের জন্য যে জ্বালানির প্রয়োজন তার বড় অংশ আমদানি করতে হচ্ছে। ফলে উৎপাদন খরচও ধারাবাহিকভাবে বেড়েছ। পিডিবির এক হিসাব থেকে দেখা যায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশে গড়ে এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হতো ৫.৪৭ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেই খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১.০৪ টাকা। এর সঙ্গে সরবরাহ ব্যয় যুক্ত হলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ হয় প্রতি ইউনিটে ১১.৩৮ টাকা। এক দশক আগের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রির কারণে পিডিবির ইউনিট প্রতি গড়ে ভর্তুকি প্রয়োজন ছিল ০.৯৪ টাকা। গত অর্থবছরে এই ভর্তুকির প্রয়োজন দাঁড়িয়েছে ইউনিট প্রতি ৫.৪৪ টাকা। একক ক্রেতা হিসেবে পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা পিডিবি দেশের সমস্ত বিদ্যুৎ ক্রয় করে এবং বিতরণ সংস্থাগুলোর কাছে বিক্রি করে। কিন্তু বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ও গড় বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে বিপুল অঙ্কের টাকা ঘাটতি থেকে যায়। এই ঘাটতি পূরণে সরকার থেকে ভর্তুকি নেয়ার প্রয়োজন হয়।

বর্তমানে এই ঘাটতির পরিমাণ এতটাই বেড়েছে যেটি সরকারের তহবিল থেকে ভর্তুকি দেয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন বিদ্যুৎ বিল বাড়িয়ে এবং ভর্তুকি দিয়ে সরকার এই ঘাটতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। পিডিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থাটির ঘাটতি হয়েছে ৩৯ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি বাবদ পেয়েছে ২৯ হাজার ৫শ ১০ কোটি টাকা। গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ধাপে ধাপে আরো বাড়িয়ে উৎপাদন মূল্যের সঙ্গে সমন্বয়ের নীতি নিয়েছে সরকার। এতে করে বিদ্যুতের গ্রাহক পর্যায়ে দাম আরো বাড়বে। বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি কমাতে সরকার দাম বাড়ানোর দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে বলে মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ম. তামিম। “ভর্তুকি কমানোর কিন্তু দুটো পদ্ধতি আছে। একটা হলো উৎপাদন খরচ কমানো আরেকটা হলো দাম বৃদ্ধি। সরকার এই মুহূর্তে কেবল দাম বৃদ্ধির কথাই বলছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক তামিম। তিনি বলছেন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বা বিইআরসি শুনানির মাধ্যমে যদি দাম বৃদ্ধি করা হতো তাহলে সেখানে কিছু প্রশ্নে উত্তর মিলতো। কিন্তু এখন নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। এজন্য বিইআরসিকে 'দন্তবিহিন প্রতিষ্ঠান' হিসেবে বর্ণনা করছেন অধ্যাপক তামিম। "উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে এটা কিন্তু আমরা জানি না। আমার মনে হয় সরকার যদি একই সাথে মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচটা কীভাবে কমাবে সেটার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতো এবং আমাদেরকে জানাতো তাহলে মানুষের মধ্যে আরো আস্থা বাড়তো, বিশ্বাস বাড়তো,” বলেন অধ্যাপক তামিম। বাংলাদেশে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার কারণ জ্বালানি সংকট। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহারে আমদানি এখন অনেক বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ ১০ বছর আগে যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ছিল ৯০ শতাংশের মতো সেটি এখন ৫০ শতাংশেরও কম। গত ১০ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী তেল-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে যাওয়া এবং প্রাথমিক জ্বালানির আমদানি বৃদ্ধি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কেবল জ্বালানির ব্যয় হয়েছে ৬১ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে আমদানিকৃত ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খরচই হয় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। এছাড়া আমদানি করা কয়লা এবং ভারতের আদানি গোষ্ঠির বিদ্যুৎ মিলিয়ে কয়লার জন্য জ্বালানি খরচ হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা। জ্বালানি বিশষজ্ঞ ড. ম. তামিম বলছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম থেকে বাংলাদেশ আমদানি নির্ভরতার দিকে ঝুঁকেছে। এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় ৬০ শতাংশ জ্বালানি আমদানি করতে হচ্ছে। আর নিজস্ব উৎপাদন গ্যাস কমে আসছে দিনে দিনে। “আমাদের প্রথম থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা আমদানি নির্ভরতার দিকে গিয়েছি। আমার মনে আছে, একসময় বলা হয়েছিল যে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ আসলে উৎপাদন খরচ আরো কমে আসবে। কিন্তু কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুত কেন্দ্রের উৎপাদন সময়মত বাস্তবায়ন হয়নি,” বলেন অধ্যাপক তামিম। তেল-

ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিশেষত রেন্টাল কুইক রেন্টালের কারণে দাম বৃদ্ধি নিয়ে সমালোচনার কারণে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে ২০১১-১২ সালের দিকে বলা হয়েছিল যে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো চালু হলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কমে আসবে। যদিও সেই পরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, চুক্তি নবায়ন করে তেল-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং চালু না থাকলেও ক্যাপাসিটি চার্জ বা কেন্দ্র ভাড়া দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকায় বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিদ্যুতের দাম বাড়ানোয় খরচ বাড়বে সব শ্রেণীর গ্রাহকের। এবার ইউনিট প্রতি গড়ে ৭০ পয়সা বৃদ্ধিতে সর্বনিম্ন ২৮ পয়সা থেকে সর্বোচ্চ ১ টাকা ৩৫ পয়সা পর্যন্ত দাম বেড়েছে।

বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিল বেশি হবে। আর কেবল ফ্যান আর বিদ্যুৎ বাতি জ্বালিয়ে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত খরচ করা গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলে যোগ হবে অতিরিক্ত ১৪ টাকার মতো। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন ১০ টাকা বৃদ্ধিও দরিদ্র গ্রাহকদের জন্য বাড়তি বোঝা হবে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপও সরকারকে নিতে হবে বলে অর্থনীতিবিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক এবং অর্থনীতিবিদ ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কমাতে দুটি বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। "একটা হচ্ছে এই যে সিস্টেম লস কমানো। এটা যদিও আমরা অনেকটা কমিয়ে এনেছি এখন ৭/৮ শতাংশে এসেছে যেটা আগে ৩০-৪০ শতাংশ ছিল। এটা আরো কমানোর সুযোগ আছে। দ্বিতীয় আরেকটা হচ্ছে এই যে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যে তারা উৎপাদন করুক বা না করুক তাদেরকে (বিদ্যুৎ কেন্দ্র) কিন্তু পেমেন্ট করা হবে। এখন এই চুক্তিগুলো বাতিলের সময় এসেছে তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক সাশ্রয় হবে," বলছেন ফাহমিদা খাতুন।

অধ্যাপক ম. তামিম মনে করেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনতে হলে আমাদের দেশীয় জ্বালানি সম্পদ উত্তোলন এবং অনুসন্ধানে তৎপরতা বাড়াতে হবে। "আমাদের দেশীয় গ্যাসের সরবরাহ কমছে এবং এলএনজির ওপর নির্ভরশীলতা আরো বাড়ছে এবং সামনে আরো বাড়বে। সুতরাং এটাকে কমিয়ে আনতে হলে আমি মনে করি যে আমাদে দেশীয় জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে।"

বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কমানো এখন সরকারেরও মাথাব্যথার কারণ। কিন্তু আগামী দিনে ঠিক কী পরিকল্পনায় উৎপাদন খরচ কমানোর চিন্তা ভাবনা চলছে এ প্রশ্নে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিষ্ঠান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, উৎপাদন খরচ কমানোর পরিকল্পনা জ্বালানি বহুমুখীকরণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে।" আমাদের খরচ কমে আসবে আমরা যদি ফার্নেস অয়েল থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। সবচেয়ে বড় খরচ এখন সেটা। এটা বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের ধরুন এ বছর শেষ নাগাদ অথবা আগামী বছরের প্রথম দিকে নিউক্লিয়ারের প্রথম ইউনিট আসবে। আমাদের সোলার এখন ৬০০ মেগাওয়াট আছে। গ্রিডে আগামী এক বছরে এটা আরো এক হাজার মেগাওয়াট যোগ হবে। যেটা দিনের বেলায় আপনার অন্তত ব্যয়বহুল জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আমরা এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি করছি।" বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি থেকে বেরিয়ে আসতে সরকার ধাপে ধাপে বিদ্যুতের দাম আরো বাড়াতে চায়। এখানেও বড় সমালোচনা হচ্ছে, গণশুনানির মাধ্যমে স্বচ্ছতাও জবাবদিহির পথ বাদ দিয়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে সরকারের নির্বাহী আদেশে,এবং অনেকটা ইচ্ছে মতো।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৩.২০২৪ রিহাব)

জনসংখ্যা কমায় বিপাকে থাকা দেশগুলো থেকে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কী পেতে পারে ?

দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বেসরকারি কোম্পানি সন্তান নেওয়ার বিষয়ে যুব সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করতে তাদের কর্মীদের ৭৫ হাজার ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। 'বু ইয়ং' নামক এই সংস্থাটি এমন একটা সময় এই ঘোষণাটি করেছে যখন কোরিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা তথ্য বলছে, সে দেশে জন্মহার রেকর্ড পরিমাণ কমেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় শিশুদের জন্মহার আগে থেকেই বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি আরও গুরুতর। বুধবার সরকারি সংস্থা 'স্ট্যাটিসটিক্স কোরিয়া'র প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, শিশু জন্মহার এখন আরও কমে ০.৭২ শতাংশে নেমে এসেছে। গত ২০২২ সালে ছিল ঐ হার ছিল ০.৭৮ শতাংশ। রাজধানী সিউলে জন্মহার আরও কম। সদ্য প্রকাশিত এ তথ্য অনুযায়ী সিউলে জন্মহার ০.৫৫ শতাংশ। কোরিয়ার ক্রমহ্রাসমান জন্মহার সম্পর্কে রাজনৈতিক উদ্বেগ বাড়ছে। দেশটির সরকার ২০০৬ সাল থেকে সন্তানের লালন-পালন, নববিবাহিত দম্পতিদের জন্য বাড়িতে ভর্তুকি দেওয়া এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে ২৭ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করেছে। ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যার প্রবণতা কমানোর বিষয়টিকে দেশটির সরকার জাতীয় অগ্রাধিকার দিয়েছে। অন্য অনেক দেশের মতো, দক্ষিণ কোরিয়াতেও সন্তান ধারণের প্রথম শর্ত বিবাহিত হওয়া। অন্যদিকে বিবাহিত জীবন শুরু করতে প্রচুর আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন হয়। এই কারণে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে না করার প্রবণতা বাড়ছে।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীর কয়েকটি দেশে যেমন ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে চিত্রটা অন্যরকম। তিনটি দেশেই ঘন জনবসতিপূর্ণ। এই দেশগুলোতে বাড়তে থাকা জনসংখ্যায় রাশ টানতে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। 'স্ট্যাটিসটিক্স কোরিয়া' নামক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, সরকারের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০২৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্মহার আরও কমে ০.৬৫ হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর বড় কারণ সে দেশের নারীদের যে ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়। কোনও নারী যদি সন্তানের মা হওয়ার পাশাপাশি কাজ করতে চান তাহলে তার উপর অনেকটা সামাজিক

চাপ পড়ে। শুধু তাই নয়, তাকে চাকরি ক্ষেত্রেও অনেক বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়। টেলিভিশন প্রযোজক ইয়াজিনের বয়স ৩০ বছর। তিনি অবিবাহিত। রাজধানী সিউলের কাছে তার অ্যাপার্টমেন্টে তার বন্ধুদের জন্য রান্না করছেন। এক বন্ধু তার ফোনে একটি ডাইনোসরের কার্টুন দেখছিলেন। সেই ভিডিওতে ডাইনোসর বলছে, "স্মার্ট হও! আমাদের মতো নিজের অস্তিত্ব হারিও না।'' এ কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। ইয়াজিন বলেন, “এটা হাস্যকর হলেও তিক্ত সত্য। কারণ আমরা জানি আমরা নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিতে পারি।” ইয়াজিনের মতো তার সব বন্ধুও অবিবাহিত। দক্ষিণ কোরিয়ার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে যারা অর্থনৈতিক কারণে বিয়ে করতে চান না। আর যারা বিবাহিত, তাদের মধ্যে অনেকেই সন্তান চান না। যুব সম্প্রদায় যাতে অভিভাবক হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখায় সে জন্য কোরিয়ান সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে একটি পদক্ষেপ হলো শিশুর জন্মের পর সরকার 'বেবি পেমেন্ট'-এর নামে শিশুর বাবা-মাকে ২২৫০ কোরিয়ান ডলার উপহার হিসাবে দেওয়া। দক্ষিণ কোরিয়ায় জনসংখ্যা হ্রাসের বিষয়টা এতটাই গুরুতর যে এই হার অব্যাহত থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরে সেখানে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে। অর্থাৎ সে দেশের অর্ধেক মানুষ অবসর গ্রহণের বয়সে চলে আসবে, এই জনগোষ্ঠীর বয়স হবে ৬৫ বছরের বেশি। দেশটির বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও এই সংকট এড়াতে এগিয়ে এসেছে। গত সপ্তাহে সিউলের একটি নির্মাণ কোম্পানি ‘বু ইয়ং’ ঘোষণা করেছে কোম্পানির কর্মীরা সন্তানের জন্ম দিলে ৭৫ হাজার আমেরিকান ডলার দেওয়া হবে। জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ অর্থ কর্মীদের দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানটি ২০২১ সাল থেকে এই কাজের জন্য তার কর্মীদের প্রায় ৫৩ লাখ ডলার দিয়েছে। ‘বু ইয়ং’ কোম্পানির চেয়ারম্যান লি জং কিয়ন বলেন, “জন্মের এই হার যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে এক সময় দেশ অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়বে। আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্য হলো তাদের (কর্মীদের) ক্যারিয়ারের সঙ্গে আপস না করে পরিবার বাড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।”

জন্মহার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি সংস্থা তাদের কর্মীদের আর্থিকভাবে সাহায্য করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সবচেয়ে বড় গাড়ি নির্মাণ সংস্থা হুন্দাই তাদের কর্মীদের প্রতিটি শিশুর জন্মের জন্য ৩ হাজার ৭৫০ ডলার করে দেবে বলে ঘোষণা করেছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন জনসংখ্যা এবং যুব প্রজন্মের জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে জন্মের হার ২.১ শতাংশ হওয়া উচিত। অর্থাৎ একজন নারীর অন্তত দুটি সন্তান থাকা উচিত। এর চেয়ে জন্মহার কম হলে ধীরে ধীরে দেশের জনসংখ্যা কমতে শুরু করে। কম জন্মের কারণে একটা সময় পর দেশে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীর সংখ্যা কমতে থাকে এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। চীন এই মুহূর্তে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অতীতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কয়েক দশক ধরে এক সন্তান নীতি গ্রহণ করেছিল দেশটি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসংখ্যা শুধু কমতে শুরু করেছে তাই নয়, আগামী ৩০-৪০ বছরে সেখানে কাজ করা তরুণদের সংখ্যাও কমতে শুরু করবে। চীনের সরকার এখন এই নীতি পরিবর্তন করেছে এবং এখন দ্বিতীয় সন্তানের বিষয়ে যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহ দিচ্ছে। তবে নতুন প্রজন্ম কিন্তু দু’জন সন্তান লালন-পালনকে বোঝা হিসাবে দেখছে। চীনে জন্মহার ক্রমাগত কমছে। ২০২২ সালে এ হার ছিল ১.২৮। ২০২৩ সালে চীনের জনসংখ্যায় ২০ লক্ষেরও বেশি হ্রাস নথিভুক্ত করা হয়েছে। চীনের মতো জাপানেও কম সন্তান জন্মের কারণে সংকট দেখা দিয়েছে। এক বছর আগে এ হার ছিল ১.২৬। জাপানে জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা শুরু হয়েছিল ২০০5 সাল থেকে। ২০২৩ সালে জনসংখ্যা আট লক্ষ কমেছে। কোরিয়ার মতো জাপানের নারী-পুরুষরাও অবিবাহিত থাকতে পছন্দ করে। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে একটি মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে সেটি তাদের যুবসমাজকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। কিন্তু এই সব চেষ্টার পরও বর্তমান জীবনের দ্রুত গতি, আর্থিক চাপ এবং সন্তান লালন-পালনের মানসিক ও শারীরিক প্রতিকূলতার কারণে বিপুল সংখ্যক জাপানি অবিবাহিত বা নিঃসন্তান থাকতে পছন্দ করছেন।

বর্তমান জন্মহার অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছরে জাপানের জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ কমে যাবে। জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষের বয়স ৬৫ বছরের বেশি হবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এই প্রবণতাকে 'জাপানের সবচেয়ে গুরুতর সংকট' বলে অভিহিত করেছেন। জাপান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। কিন্তু এখানে জীবনযাত্রা বেশ ব্যয়বহুল। সেদিন থেকে মূল্যস্ফীতির অনুপাতে মানুষের বেতন বাড়েনি। শুধু তাই নয়, জাপানে কর্মীদের মধ্যে ৪০ শতাংশই পার্টটাইম বা চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন। অনেক সমালোচক বলছেন, শিশু, নারী ও সংখ্যালঘুদের সমাজে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও কম-বেশি একই অবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম। ঘনবসতিপূর্ণ ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের তিনটি বৃহত্তম দেশ রয়েছে এখানে। এই তিনটি দেশের জনসংখ্যা কয়েক দশক ধরে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ কিন্তু জাতিসংঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। ভারতে ১৯৭০-এর দশকে 'হাম দো, হাম দো, হাম দো'র মতো পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বড় শহর এবং শিক্ষিত শ্রেণিতে সফল ছিল। কিন্তু ছোট শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলে এটি প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেনি, যার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। এরপর ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করে। বর্তমানে তা নেমে এসেছে ২.১-এ। এই হারে ক্রমাগত কমার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেরালা,

গোয়া, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য অনেক রাজ্যে জন্মহার রিপ্লেসমেন্ট রেট বা প্রতিস্থাপনের হারের নিচে নেমে গিয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়লেও সেখানকার সরকার দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৯০ সাল থেকে দেশটিতে জন্মহার প্রতি বছর কমছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক প্রতিবেদন বলছে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের জন্মহার ছিল ১.৯৩। এই তিন দেশের মধ্যে কিন্তু পাকিস্তানে সবচেয়ে পিছিয়ে। এখানে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে যথাযথভাবে কাজ করা হয়নি। পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ যার জন্মহার প্রতিস্থাপনের হারের চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমানে এই হার ৩.১৮-এর কাছাকাছি। কিন্তু ধীরে ধীরে পাকিস্তানে, বিশেষত শহরাঞ্চলে জন্মহারও কমেছে। বর্তমান জন্মহার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হলেও গত দশ বছর ধরে জন্মহার ক্রমাগত কমছে। পতনের বার্ষিক প্রবণতার হার আগামী বছরগুলিতে তীব্রভাবে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশেও জনসংখ্যা কমার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইরানের মতো দেশগুলোতেও পরিবার বাড়ানোর প্রবণতা বাড়ছে। যখন একটি দেশের জনসংখ্যা এবং জন্মহার তীব্রভাবে হ্রাস পায়, তখন প্রথমে যে ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে তা হল ২০-৩০ বছর বয়সের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষের জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করে।

ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে ও যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার কমছে। ধীরে ধীরে আফ্রিকাতেও এই প্রবণতা শুরু হচ্ছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিয়ে ও সন্তান-সন্ততির ইচ্ছা ক্রমশ কমে আসছে। কলকাতার ডায়মন্ড হারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিন্দিতা ঘোষাল বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও জন্মহার কমার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। তবে জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনের মতো দেশগুলির তুলনায় এটা অনেকটাই ধীরে ধীরে হচ্ছে। এর ফলে এই দুই ধরনের দেশের মধ্যে জনসংখ্যার ব্যবধান দীর্ঘকাল থাকবে। তিনি বলেন, “ইতোমধ্যে ধীরে ধীরে নতুন ধরনের এক ধরনের অভিবাসন শুরু হয়েছে। আগে অভিবাসনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ পেশাদার এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষকে দেখা যেত। এখন যে অভিবাসন হবে তাতে বেশিরভাগই এমন মানুষকে দেখা যাবে যারা দক্ষ নন বা আধা দক্ষতাসম্পন্ন।” অনিন্দিতা ঘোষাল বলেন, “বাংলাদেশে এটা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের শ্রমশক্তি ধীরে ধীরে এমন দেশগুলিতে চলে যাচ্ছে যেখানে যাওয়াটা কঠিন। ভারত থেকে হাজার হাজার কারিগর, নির্মাণ শ্রমিক, ধাত্রী এবং সহায়ক নতুন দেশে চলে যাচ্ছেন।” তিনি বলছেন, “ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের মতো দেশে শ্রমশক্তির তুলনায় কাজের সুযোগ নেই।” এই অবস্থায় আগামী দিনগুলোতে অন্যান্য দেশে, বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে তরুণ শ্রমশক্তির অভিবাসন বাড়বে। আগামী দিনে সারা বিশ্বে এই পরিস্থিতি দেখা যাবে। তার মতে মানব সভ্যতার প্রতিটি ধাপে ভালো সুযোগের সন্ধানে অন্যত্র যাওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। সেদিক থেকে অভিবাসন একটা স্থায়ী প্রক্রিয়া। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্ম হার কমার প্রবণতা একটা গভীর সামাজিক ও মানবিক সংকটের সৃষ্টি করেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে প্রথমবারের মতো ফ্লাইট পরিচালনার সব দায়িত্ব পালন করলেন নারীরা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করলেন নারীরা। ঢাকা-দাম্মাম রুটের এই ফ্লাইটের পাইলট থেকে শুরু করে গ্রাউন্ড স্টাফ পর্যন্ত সকলেই ছিলেন নারী। দক্ষতা আর পেশাদারিত্বের অসামান্য অবদান রাখা নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি সম্মান জানাতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই উদ্যোগ নেয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। দিবসটিতে ফ্লাইট পরিচালনার সব বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শুক্রবার (৮ মার্চ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-দাম্মাম রুটের বিজি-৩৪৯ ফ্লাইটের পাইলট ছিলেন, বিমানের সিনিয়র নারী ক্যাপ্টেন আলিয়া মান্নান ও ফার্স্ট অফিসার ফারিহা তাবাসসুম। এছাড়া, ফ্লাইটের ক্রুদের ব্রিফিং, চেক-ইন কাউন্টার, ফ্লাইট কভারেজ, কেবিন ক্রু ও ককপিট ক্রু হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নারী সদস্যরা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ), মহাব্যবস্থাপক (গ্রাহক সেবা) ও প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা হিসেবে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। বিমানে ১৫ জন অভিজ্ঞ নারী পাইলট রয়েছেন। এই সংখ্যা, পুরুষ ও নারী পাইলটদের আন্তর্জাতিক গড় ৬ শতাংশের প্রায় দ্বিগুণ (১০.৪ শতাংশ)। এছাড়া, বিমানে রয়েছে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ৩৪৫ জন নারী কেবিন ক্রু। গ্রাউন্ড স্টাফ, নারী প্রকৌশলী, নারী প্রকৌশল ইনস্ট্রাক্টরসহ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সব শাখায় নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন করছেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান সহজ করার প্রস্তাব করেছেন হাছান মাহমুদ

বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান সহজ করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শুক্রবার (৮ মার্চ) সকালে দুবাইয়ে, আরব আমিরাতের মানবসম্পদমন্ত্রীর ড. আব্দুল রহমান আল আওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেন হাছান মাহমুদ। এ সময় তিনি এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান

মাহমুদ, বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য ভিসা পুনরায় চালু, ভিসা পদ্ধতি সহজ এবং এক নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অন্য নিয়োগকর্তার কাছে ওয়ার্ক পারমিট স্থানান্তর সহজ করার প্রস্তাব করেন। বৈঠকে দুই দেশের মন্ত্রী, পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া আরব আমিরাতে স্নাতক নার্স, কেয়ারগিভার, স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক টেকনিশিয়ান, কৃষিবিদসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়োগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা। বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানে কোনো বাধা নেই বলে জানান আমিরাতের মানবসম্পদমন্ত্রী। তিনি বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার প্রযুক্তি চালিত চাকরির বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ কর্মী নিয়োগের উপর জোর দিচ্ছে। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্মী নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় এআই এবং সম্পর্কিত সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় বলে জানান এবং চাকরি প্রার্থীদের দক্ষতা যাচাই পদ্ধতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এই প্রেক্ষাপটে ড. হাছান মাহমুদ, আমিরাতগামী কর্মী বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে জানান আমিরাতের মন্ত্রীকে। পাশাপাশি, বাংলাদেশি কর্মীদের প্রস্তুত করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগের কথাও জানান হাছান মাহমুদ।

কুয়েত সরকার বাংলাদেশি নার্স নিয়োগ করছে বলে উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ। তিনি বাংলাদেশ থেকে যোগ্য নার্স ও চিকিৎসা পেশাজীবী নিয়োগের জন্য আমিরাত পক্ষকে অনুরোধ করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং ঢাকায় আসন্ন যৌথ কারিগরি কমিটির বৈঠকে কুয়েতি নিয়োগের মডেল পরীক্ষা করবেন বলে আশ্বাস দেন। উভয়পক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

‘উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হোন’: নারীদের প্রতি সাধন চন্দ্র মজুমদার

বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, নারীরাই তাদের ক্ষমতায়নের মূল শক্তি। শুক্রবার (৮ মার্চ) সকালে, নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায়, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি। কিছু অশুভ শক্তি নারীদের পিছিয়ে দিতে চায় বলে উল্লেখ করেন খাদ্যমন্ত্রী। তিনি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হতে নারীদের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশে নারীর সংখ্যা অর্ধেক নয়, অর্ধেকের বেশি। ভোটার তালিকা দেখলে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় বলেন সাধন চন্দ্র মজুমদার। নারীরা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

নারী দিবসে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সমাবেশ বানচাল করে দেয়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় জাতীয়তাবাদী মহিলা দল আয়োজিত সমাবেশ পুলিশ বানচাল করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সংগঠনের সভাপতি আফরোজা আব্বাস। শুক্রবার (৮ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতাকর্মীরা সমবেত হয়। সংক্ষিপ্ত সমাবেশের পর মিছিল বের করলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের বাধার নিন্দা জানিয়ে স্লোগান দিয়ে, ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন মহিলা দলের নেতাকর্মীরা। জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস বলেন, “আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পুলিশ নারীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে দেয়ন, এটা খুবই দুঃখজনক।” “দেশের নারী সমাজের অবস্থান কেমন, এ ঘটনা তার প্রমাণ বহন করে। আমরা আজকের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা দেয়ার জন্য তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই” বলেন আফরোজা আব্বাস। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার ফারজানা ইয়াসমিন সাংবাদিকদের বলেন, “মিছিল-সমাবেশের অনুমতি না থাকায় আমরা তাদের বাধা দিয়েছি। আলোচনা সভা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তারা তা করেছে।” (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

‘কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নয়’: অধ্যাপক সাদেকা হালিম

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও নারীর ক্ষমতায়ন বা সামাজিক মর্যাদা বাড়েনি এ কথা বলেছেন বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। আন্তর্জাতিক নারী দিবস সামনে রেখে ইউএনবিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, “অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিতে নারীদের কথা বলার জায়গা তৈরি করে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গাগুলোতে নারীদের নিয়ে আসতে হবে।” “নারী পরিচয়ের আগে আমার বড় পরিচয় হলো আমি একজন মানুষ। নারী-পুরুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ তৈরি, নারীকে হেয় করা হচ্ছে, শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরুষের থেকে দুর্বল মনে করা হচ্ছে এবং এ কারণে নারীকে অধস্তন করে রাখতে হবে, এটা সম্পূর্ণ অমূলক; বলেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের মূল্যায়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এমন হয়েছে যে, সমাজে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের নারী ও পুরুষ সমান। বাস্তবে কোনো দেশই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে নারীকে পুরুষের সমান ভাবা হয়। সাদেকা হালিম উল্লেখ করেন, “সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রেই নারীত্ব নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। সেটা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাঙ্গন, ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে, এমনকি ধর্মীয়ভাবে এমনটা হচ্ছে। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে প্রতিটা ক্ষেত্রে নারীকে সমান অধিকার দেয়া হচ্ছে।” তিনি আরো বলেন, নারীর সন্তান জন্ম দেয়ার বিষয় নিয়েও রাজনীতি করা হয়। সন্তান জন্মের

পরপরই সন্তানের অধিকার কীভাবে হবে সেটা ধর্মীয়ভাবে নির্ধারণ করা হয়। সাদেকা হালিম যোগ করেন, "বাবা ও মায়ের অধিকার কতটুকু, আমাদের সিভিল ল'তে কতটুকু, শরিয়া ল'তে কতটুকু, এসব বিষয় অনেকটাই পুরুষকেন্দ্রিক। পুরুষকে সব সময় প্রাধান্য দেয়া হয়। পুরুষরাই এ সমাজের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।"

তিনি জানান, দক্ষিণ এশিয়ায় নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে ড. সাদেকা উল্লেখ করেন যে এ অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন যে এখন হয়েছে, তা নয়। অবিভক্ত ভারতে নারীরা কিন্তু ইউরোপের নারীদের আগেই ভোটাধিকার পেয়েছিলো। অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় নারীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, রানি হয়েছে, ট্যাক্স সংগ্রহ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রে পুঁজিবাদের বিস্তার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের কাজের পরিধি বেড়েছে; তবে নারীদের পণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। নারীর কাজ কে কাজ হিসেবে দেখা হয় না। নারীরা স্ত্রী, মা বা মেয়ে হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে তাও অবমূল্যায়ন করা হয়। তিনি জানান, "কোনো নারী চাকরি করলেও, তাকে আমরা প্রশ্ন করি তার স্বামী কী করে। সে যদি স্বামীর থেকে বেশি বেতন পায়, তাহলে পুরুষও হীনমন্যতায় ভুগে। সমাজের সাধারণ নারীদের অবস্থা সম্পর্কে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তো নারীদের মধ্যে অনেকের হয়েছে। গার্মেন্টস সেক্টর, চিংড়ি মাছের ঘের, কল-কারখানায় নারীরা কাজ করছে। এদিক থেকে ভারত বা পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে অনেক বেশি হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন, "কিন্তু নারীর সামাজিক মর্যাদা কি বেড়েছে?" বলেন, এটা খুবই জটিল একটা বিষয়। চরম দারিদ্র্যের শিকার নারীরা কোনো কিছু ভাবে না বলে উল্লেখ করেন ড. সাদেকা হালিম। তিনি বলেন, তারা জানে তাদের কাজ করতে হবে, ক্ষুধা মেটাতে হবে, তারাই শিশুদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। তিনি বলেন, "সাধারণ নারীরা অনেক পরিশ্রমী, সামাজিক সমালোচনা গ্রাহ্য না করে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে। কিন্তু, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের বাদ দেয়া হচ্ছে।

নারীর সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে অধ্যাপক সাদেকা হালিম বলেন, "আমরা নারীর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে পারিনি। বাংলাদেশে বা প্রবাসে; আমরা দেখি নারীরা কোথাও নিরাপদ নয়। খুব নিকট আত্মীয়ের মাধ্যমেও ধর্ষণের শিকার হয় নারী।" তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী নারী, স্পিকার নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, এবং এবারকার কেবিনেটে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারী মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী হয়ে আসছেন। "এটা ইতিবাচক দিক। সংখ্যার দিক থেকে নারীর অংশ গ্রহণ অনেক বেশি, কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন বা সামাজিক মর্যাদার জায়গায় গুণগত মানের দিক থেকে কতটা বদলেছে, সেটাই বড় বিষয়। অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বলেন, "যখন নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে আসবে, নেতৃত্ব দেবে, সমাজ কিন্তু তখনই বদলাবে।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

'নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করলেই কেবল সমাজ এগিয়ে যেতে পারে' : শেখ হাসিনা

পুরুষের পাশাপাশি সমাজে সমানভাবে অবদান রেখে দেশ গড়তে নারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ না করলে দেশ ও সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। শুক্রবার (৮ মার্চ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা জয়িতা পুরস্কার প্রদান করেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রাজধানী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সময়ে যদি অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে হয়, তবে নারী-পুরুষ সমানভাবে তাদের কাজ দিয়ে একটি দেশ গড়তে পারে। "সমাজের অর্ধেক অংশ নারী, তারা যদি এগিয়ে না আসে, সমাজে অবদান না রাখে, তবে সেই সমাজ কখনোই বিকাশ লাভ করতে পারে না, অগ্রগামী হতে পারে না;" যোগ করেন তিনি। শেখ হাসিনা আরো বলেন, নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করলেই কেবল দেশ ও সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, "আজকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমরা নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পেরেছি।" বাংলাদেশের নারীরা কখনো পিছিয়ে থাকবে না বলে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করেছেন বলে উল্লেখ করে তিনি। শেখ হাসিনা জানান, তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল, যারা তাদের সনদ ও নির্বাচনি ইশতেহারে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ করেছে।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

পাঁচ নারীর হাতে 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা-২০২৩' তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পর্যায়ে ৫ নারীর হাতে 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা-২০২৩' তুলে দিয়েছেন। শুক্রবার (৮ মার্চ) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠ জয়িতা নারীরা হলেন; ময়মনসিংহের আনার কলি (অর্থনীতি), রাজশাহীর কল্যাণী মিনজি (শিক্ষা ও কর্মসংস্থান), মৌলভীবাজারের কমলী রবিদাশ (সফল মা), বরগুনার জাহানারা বেগম (দমন-পীড়ন প্রতিরোধ) ও খুলনার পাখি দত্ত (সামাজিক উন্নয়ন); তিনি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক। জয়িতা সম্মাননা প্রাপ্তদের পক্ষ থেকে কল্যাণী মিনজি অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সকল বাধা অতিক্রম করে, সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো নারীই জয়িতা, যা একজন সংগ্রামী ও অদম্য নারীর প্রতীকী নাম। বাংলাদেশ সরকার পাঁচটি ক্যাটাগরিতে জয়িতা সম্মাননা দেয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজনঃ প্রধানমন্ত্রী

নারীর উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দেশের অর্থনৈতিক ভীত রক্ষায় পুরুষের পাশাপাশি বিশেষ অবদান রাখতে নারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতার পাঠানো রিপোর্টটি পড়ে শোনাচ্ছেন আশরাফুর রহমান:

উদ্যোক্তা তৈরি করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নারীদের সাবলম্বী করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, নারীদের এখনই এগিয়ে যাবার সময়। আজ (শুক্রবার) সকালে রাজধানীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং জয়িতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীরা এগিয়ে না এলে দেশের অগ্রযাত্রা থেমে যাবে, তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সমানভাবে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার হাত ধরে নারী মুক্তির যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীর উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশের প্রতিটি খাতে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এখন তাদের এগিয়ে যাবার সময়। দেশের অর্থনীতির ভীত রক্ষায় পুরুষের পাশাপাশি বিশেষ অবদান রাখাতে নারীদের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান। অনুষ্ঠানে নানা প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরুপ পাঁচ নারীকে জাতীয় পর্যায়ে সেরা জয়িতা পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

বিদ্যুতের নতুন দাম বাড়ানোকে অযৌক্তিক বলছেন জ্বালানি বিশ্লেষকরা

বাংলাদেশে আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন:

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জ্বালানি বিশ্লেষক ও ভোক্তা সংগঠনের নেতারা। তারা বলেছেন, সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। অবিলম্বে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন তারা। ইউনিট তিনি দাম বেড়েছে ৩৬ পয়সা। এই দাম বৃদ্ধিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠলেও সরকার তা পরোয়া করে না। দুর্নীতি ও লুটপাটের উপর নির্ভর করার জন্য জনগণের কষ্টের কথা বিবেচনায় না নিয়ে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের।

বাংলাদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা। তারা বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুনর্মূল্যায়নের আহ্বান জানাচ্ছেন। বিশেষ করে এই খাতের আর্থিক দুর্দশা আরও কার্যকর সমাধান কীভাবে করা যায় সে বিষয় এবং অতিরিক্ত ও বিতর্কিত ব্যয়ের বিষয়গুলোকে ইঙ্গিত করছেন এই আলোচনায়। বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ বলছে, বর্তমানে ৪২ শতাংশ বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রয়েছে। ব্যয়বহুল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের চুক্তিকেই এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে বলে মনে করছেন তারা। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ মনে করেন এই বৃদ্ধি খুবই সামান্য।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এস এম শামসুল আলম বলেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানির বোর্ডের পারিশ্রমিক থেকে শুরু করে বড় আকারের বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি পর্যন্ত ব্যাপক অযৌক্তিক খরচ রয়েছে। এছাড়া দাম বৃদ্ধির ওপর আর্থিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ও জাতীয় অর্থনীতির উপর থেকে আর্থিক চাপ কমানোর লক্ষ্যে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এমন দাবি বিদ্যুৎ বিভাগের। তারা বলছেন, খুচরা ভোক্তাদের উপর এ প্রভাব সর্বনিম্ন রাখা হবে। দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রথাগত শুনানি পাশ কাটিয়ে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে পাইকারি বিদ্যুতের দামে ৫ শতাংশ এবং খুচরা পর্যায়ে ৩ শতাংশ বৃদ্ধি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে সরকারের অভ্যন্তরের সূত্রগুলো।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

প্রেসক্লাব : সাংবাদিকদের মিলনমেলা, নাকি বিভেদের প্ল্যাটফর্ম ?

বাংলাদেশে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি বিভাগীয় ও জেলা শহরে একাধিক প্রেসক্লাব। এমনকি উপজেলা পর্যায়েও প্রেসক্লাবের ছড়াছড়ি। প্রেসক্লাবগুলো যেন হয়ে উঠেছে সাংবাদিকদের বিভেদ প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম! সাংবাদিকদের পেশাগত মান উন্নয়নে প্রেসক্লাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা। অথচ অধিকাংশ জায়গায় 'মূল ধারার' সাংবাদিকরা প্রেসক্লাব সম্পর্কে দৃশ্যত অনাগ্রহী। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেসক্লাব খুলে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ উঠছে। প্রেসক্লাবের বাইরেও রিপোর্টার্স ইউনিটি, সাংবাদিক সমিতি, সাংবাদিক ক্লাব, অনলাইন ক্লাবসহ নানা নামে খোলা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "প্রেসক্লাব খুলে এখন অনেকেই ধান্দাবাজিতে নেমেছেন। নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকেরা এগুলো করছেন। ঢাকায় যারা কাজ করেন, তাদের অধিকাংশই জাতীয় প্রেসক্লাব বা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সদস্য। ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে এখন প্রেসক্লাব। এদের সঙ্গে মূল ধারার সাংবাদিকদের কোনো সম্পর্ক নেই। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে

তারা ক্লাব খুলে বসেছেন। অথচ যারা রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছেন, তাদের এগুলো দেখা উচিত। আবার পত্রিকার হকারও একটা পত্রিকার সম্পাদক-মালিক হয়ে উঠেছেন। জেলা প্রশাসন থেকে তাদের পত্রিকার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একজন পেশাদার সাংবাদিক পত্রিকার অনুমোদন নিতে গেলে তাকে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। সম্প্রতি প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, যিনি সাবেক বিচারপতিও, তিনি একটি নাম-সর্বস্ব প্রেসক্লাবের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানকার সদস্যদের কাউকে আমরা চিনিনা। তার মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির এসব জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।”

গত শনিবার প্রেসক্লাব দ্বন্দ্বে হামলার শিকার হয়ে শেষে প্রাণ হারিয়েছেন বরগুনার সাংবাদিক তালুকদার মাসউদ। বরগুনায় দু'টি প্রেসক্লাবের একটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। সেই প্রেসক্লাবের রেজিস্ট্রেশনও নিয়েছিলেন যা কি না বরগুনার পুরোনো প্রেসক্লাবের সদস্যরা মেনে নিতে পারেননি। বিবাদের এক পর্যায়ে প্রেসক্লাবের মধ্যেই তাকে মারধর করা হয়। পরে তিনি মারা যান। সারা দেশের প্রেসক্লাবগুলো সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেছে, ঢাকা শহরেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি প্রেসক্লাব। উত্তরা, মিরপুর, যাত্রাবাড়ি, কদমতলিসহ প্রায় সব থানাতেই আছে একটা করে প্রেসক্লাব। এর বাইরে ঢাকা প্রেসক্লাব, মহানগর প্রেসক্লাব নাম দিয়েও খোলা হয়েছে আরো কিছু প্রেসক্লাব। কোনো কোনো থানায় একাধিক প্রেসক্লাবও আছে। যেমন, মিরপুরে দু'টি প্রেসক্লাব। একটি মিরপুর প্রেসক্লাব, আরেকটি বৃহত্তর মিরপুর প্রেসক্লাব। এসব ক্লাবে পরিচিত বা প্রথম সারির দৈনিক বা টেলিভিশন চ্যানেলের কোনো সাংবাদিক নেই। বিভাগীয় শহরগুলোতে খোঁজ নিয়েও মিলেছে প্রতি শহরে একাধিক প্রেসক্লাবের সন্ধান। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও খুলনায় একটি করে প্রেসক্লাব। সিলেটে দু'টি, বরিশালে ৩টি, রংপুরে দু'টি প্রেসক্লাব আছে। আর রাজশাহী ও ময়মনসিংহ শহরে আছে ৬টি করে প্রেসক্লাব। এত বেশি প্রেসক্লাবের ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাজশাহীর দৈনিক সোনার দেশ-এর সম্পাদক আকবারুল হাসান মিল্লাত ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এত বেশি প্রেসক্লাব আমাদের ক্ষতি করছে। রাজশাহীতে আগে থেকেই ছিল তিনটি প্রেসক্লাব। রাজশাহী প্রেসক্লাব হলো এখানকার মূল প্রতিষ্ঠান। এরপর হলো সিটি প্রেসক্লাব, তারপর মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাব। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বরেন্দ্র প্রেসক্লাব, সিল্কসিটি প্রেসক্লাব ও মডেল প্রেসক্লাব। এই প্রেসক্লাবগুলোর কোনোটির সঙ্গে এখন আর মূল ধারার সাংবাদিকদের সম্পর্ক নেই। কেউ সেখানে যান না। শুধুমাত্র নাম-সর্বস্ব সাংবাদিকরা এগুলোর সঙ্গে যুক্ত। রাজশাহীতে মূলত সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রেসক্লাবের সম্পর্ক উঠে গেছে।”

ময়মনসিংহের চিত্রও একই। সেখানেও ৬টি প্রেসক্লাব। ময়মনসিংহের ‘মূল' প্রেসক্লাব হলো ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব। এখানে আবার সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক। স্বাধীনতার থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। এখনও সেখানে জেলা প্রশাসক সভাপতি। প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাকের ময়মনসিংহ ব্যুরো প্রধান মো. মহিউদ্দিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখানে মূল প্রেসক্লাব একটি। এর বাইরে ‘ভূঁইফোড়' সাংবাদিকরা প্রেসক্লাব ময়মনসিংহ, ডিভিশনাল প্রেসক্লাব, বিভাগীয় প্রেসক্লাব, সিটি প্রেসক্লাব ও মহানগর প্রেসক্লাব নামে আরো ৫টি প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা মূলত নাম-সর্বস্ব কিছু প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা। মূল প্রেসক্লাবের সদস্য হতে হলে একজন সাংবাদিককে গ্র্যাজুয়েট হতে হয়। এখানে নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকরা কেউ গ্র্যাজুয়েট নন। ফলে তারা সদস্য পদের আবেদনই করতে পারেন না। এই কারণে তারা নিজেদের স্বার্থে এসব প্রেসক্লাব খুলে বসেছেন।”

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)-র সভাপতি ওমর ফারুক ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এত বেশি প্রেসক্লাব আমাদের পেশার মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলা সফর করে সাংবাদিকদের একত্রিত করার চেষ্টা করছি। বরগুনায় তো একজন মারা গেছেন। অন্য জায়গাতেও কিন্তু নানা ধরনের গোলমাল হয়েছে। কেউ মারা যায়নি বলে হয়ত আলোচনায় আসেনি। অনেক জায়গায় আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সাংবাদিকদের বিভক্ত করতে স্থানীয় প্রশাসন ভূমিকা রেখেছে। আবার স্থানীয় রাজনীবিদরাও নিজেদের সুবিধার্থে সাংবাদিকদের বিভক্ত করেছেন। এখন আইন পরিবর্তন না হলে নাম-সর্বস্ব পত্রিকার নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সাংবাদিক ইউনিয়ন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনা। এই কারণে আইন পরিবর্তনের কথা আমরা বলছি। আবার ঢাকায় যেসব প্রেসক্লাব হয়েছে, সেগুলোতে মূল ধারার কেউ নেই।”

ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব থাকার পরও কেন মিরপুর প্রেসক্লাব করতে হলো? খবর বাংলাদেশ নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক ও মিরপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি দায়িত্ব নিয়ে সবাইকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নাম-সর্বস্ব সাংবাদিকরা আসলেই খারাপ, এই কারণে আমি চলে এসেছি। একবার মিরপুরের উপ-পুলিশ কমিশনার কিছু অবৈধ মোবাইল হ্যান্ডসেট ধরেছিলেন। ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের পরিচয় জানতে চান। তখন ওবায়দুর রহমান নামে একজন বলেন, আমি মিরপুর প্রেসক্লাবের সদস্য। পুলিশ কর্মকর্তা তখন তার কাছে জানতে চান, "কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন?' জবাবে তিনি আবারও বলেন, ‘আমি মিরপুর প্রেসক্লাবের সদস্য। আমরা সবাই সেখান থেকে এসেছি।' এই হলো মিরপুরের সাংবাদিকতার চিত্র।” মিরপুর প্রেসক্লাবের সদস্যরা নাকি চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত? এমন প্রশ্নের জবাবে জাকির হোসেন বলেন, "এখানে যারা আছে, তারা সবাই ধান্দাবাজিতে যুক্ত। চাঁদাবাজি করতে গিয়ে এখানের অনেক নেতা গণধোলাই খেয়েছেন। এরা যে সবাই চাঁদাবাজ এটা একেবারেই সত্যি।” বরিশালে তিনটি প্রেসক্লাবের বিষয়ে জানতে চাইলে বরিশাল প্রেসক্লাবের

সহ-সভাপতি ও দৈনিক সমকাল-এর ব্যুরো চিফ পুলক চ্যাটার্জি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আসলে মূল ধারার সাংবাদিকরা মূল প্রেসক্লাবের সঙ্গেই আছেন। কিন্তু যারা নাম-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তারাই বিভাগীয় ও মেট্রোপলিটন নামে আরো দু'টি প্রেসক্লাব করেছেন। এদের কারণে আসলে সাংবাদিক পরিচয় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকতার সম্মান এখন হারিয়ে যেতে বসেছে।" রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এসব নাম-সর্বস্ব প্রেসক্লাবের সদস্যদের যন্ত্রণায় আমরা অতিষ্ঠ। এরা থানায় এসে বসে থাকে। কেউ কোনো অভিযোগ নিয়ে এলে তাকে তারা টার্গেট করে, নানাভাবে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে- এমন অভিযোগও আমাদের কাছে আসে। আবার নানাজনের পক্ষ নিয়ে তারা সারাদিন তদবির করতে থাকে। তাদের আনাগোনার কারণে আমাদের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বিঘ্নিত হয়। আবার না করলে তাদের নাম-সর্বস্ব প্রত্রিকায় বা আইপি টিভিতে আমাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে নিউজ করে মানুষের কাছে বিলি করে। ফলে আমরা খুবই সংকটের মধ্যে কাজ করি।" দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজশাহী প্রেসক্লাবে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, পত্রিকা পড়েন ডা. চিন্ময় কান্তি দাস। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "এত বেশি প্রেসক্লাবের কারণে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। আগে যখন সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কাছে ন্যায় বিচার পেতেন না তারা প্রেসক্লাবে গিয়ে সাংবাদিকদের বলতেন। এ নিয়ে রিপোর্ট হওয়ার পর ব্যবস্থাও হতো। এখন একজন বিপদে পড়ে কোথায় যাবেন? কোন প্রেসক্লাবে যাবেন? এক প্রেসক্লাবে গেলে আরেক প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হন। ফলে সাধারণ মানুষ আসলেই বিপদে পড়েন। আমি নিজেও এখন আর কোনো প্রেসক্লাবে যাইনা। পাবলিক লাইব্রেরিতে আড্ডা দেই, পত্রিকা পড়ি। এত প্রেসক্লাব সাংবাদিকদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করছে।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৩.২০২৪ রিহাব)

কর্মজীবী মায়েদের সংগ্রামের গল্প

ঘর আর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় করা নারীদের জন্য এমনিতেই বড় চ্যালেঞ্জ। কর্মজীবী মায়েদের জন্য চ্যালেঞ্জটা আরো কঠিন। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার সাত কোটি ৯ লাখ ৮০ হাজার এখন নানা কাজে নিয়োজিত। তার মধ্যে নারী দুই কোটি ৪৫ লাখ ১০ হাজার। ২০২২ সালের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে। ঐ বছর কর্মক্ষেত্রে নারী ছিলেন দুই কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার। এই তথ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর। বাংলাদেশে এখন মোট সরকারি চাকরিজীবী ১৫ লাখ। তার মধ্যে ২৯ ভাগ নারী। কর্মজীবী মায়েরা বলেছেন, অনেক নারী মা হওয়ার পর চাকরি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এর কারণ প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতা। ঠিক মতো মেটারনিটি লিভ না দেয়া, পর্যাপ্ত ডে কেয়ার সেন্টার না থাকা। আর নিম্নবিত্ত কর্মজীবী নারীরা তো অনেক সুবিধাই পান না। আবার কর্মজীবী নারী মা হলে তাকে কৌশলে চাকরি থেকে বাদ দেয়ার অভিযোগ আছে। কাজী শবনম সংসার ও বাচ্চাদের যত্ন নিতে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন প্রায় সাত বছর আগে। থাকেন ঢাকার জিগাতলায়। এখন তিনি তার চারটি অনলাইন ব্যবসা পরিচালনা করেন। আছে নিজের ফ্যাক্টরি। সেখানে পোশাক ও নানা পণ্য তৈরি হয়। দুই সন্তানের মা তিনি। সন্তানদের নিয়েই তার সংসার। এই পরিবারের অর্থনৈতিক দিকও তিনি দেখেন। দেশে তার পরিবারের সদস্যদের আর কেউ থাকেন না। তাই সরাসরি সহায়তা করার কেউ নেই। ঘরে-বাইরে সব তিনি একাই সামলান। তার দুই ছেলে। ছোট ছেলের বয়স ১২ আর বড় ছেলের ১৫ বছর। শবনম সাত বছর আগে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেন। তার আগে তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। তার বাচ্চারা তখন ছোটো। "আমার বস ছিলেন একজন বিদেশি অধ্যাপক। বাংলাদেশে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডে কেয়ার সেন্টার পাওয়া যায় না। পাঁচটার সময় দরজা বন্ধ করে দেয়। তিনি এটা বুঝতেন। তাই তিনি আমাকে বিকেল চারটার মধ্যে ছুটি দিতেন। কর্পোরেট চাকরিতে সন্ধ্যায় এমনকি রাতেও কাজ করতে হয়। কিন্তু ঐ বিদেশি ২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে চলে যান। ফলে ঐ সুবিধা আমি আর পেলাম না। উনি চলে যাবেন, সেটা যখন জানতে পারি তখনই চাকরি ছাড়ার প্রস্তুতি নিই। বাচ্চাদের জন্যই তাই তখন আমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়।" তিনি চাকরি করার চিন্তাই একেবারে বাদ দেন, কারণ, বাংলাদেশে ঘণ্টা হিসেবে কেউ চাকরি দেবে না। তারপর সাহস নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি বলেন," ব্যবসা শুরুর পর বাচ্চাদের স্কুলে দিয়ে কাজে যেতাম। দুপুরে এসে ওদের স্কুল থেকে পিক করে ওদের নিয়েই ফ্যাক্টরিতে চলে যেতাম। সেখানেই ওরা খেতো। ঘুমিয়ে পড়তো। রাতে আমার সঙ্গে বাসায় ফিরতো। এভাবেই আমার দিন কেটেছে। এখন ব্যবসা বড় হয়েছে , ওরাও বড় হয়েছে।

তবে এভাবে সবাই টিকতে পারেন না। অনেক নারীকেই সন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য চাকরি ছেড়ে দিতে হয় বা যোগ্যতা থাকার পরও তারা চাকরি করতে পারেন না," বলেন এই নারী পেশাজীবী। তিনি বলেন, "এখানে অসহযোগিতাও আছে। আমার পরিচিত অনেক নারী, যারা মাতৃত্বকালীন ছুটির পর আর চাকরিতে যোগ দিতে পারেননি। তাদের জায়গায় অন্য লোক নিয়ে নিয়েছে প্রতিষ্ঠান। এখানে সরকারের মনিটরিং ও আইন থাকা দরকার। " তারপরও প্রবল মানসিক শক্তি থাকতে হবে, সেটা থাকলে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। তার অভিজ্ঞতা হলো, কর্মজীবী মায়ের সন্তানরা অনেক আত্মনির্ভরশীল হয়। তারা বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে পারে। তিনি বলেন, "আমি বাসায় ফিরতে দেরি করলে আমার দুই ছেলে এখন নিজেরাই খাবার তৈরি করে খায়। কিছুদিন আগে আমি অসুস্থ হলে ওরাই আমার যত্ন নিয়েছে। আমাকে খাবার তৈরি করে খাইয়েছে।"

সন্তানকে বাসায় তালাবদ্ধ রেখে কাজে যান সাভারের একটি পোশাক কারখানায় অপারেটর নদী আক্তার। তার যেখানে বাসা, সেখান থেকে কারখানায় তিনি হেঁটেই যাওয়া-আসা করেন। তার সাত বছর বয়সের একটি মেয়ে আছে। স্কুলে

পড়ে। স্বামী ঢাকায় কাজ করেন। সপ্তাহে একদিন (শুক্রবার) তিনি সাভারে যান। তিনি বলেন, "সকালে আমি আমার মেয়েকে স্কুলে দিয়ে কারখানায় চলে যাই। দুপুরে এক/ঘণ্টা খাবার বিরতি পাই। তখন মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে বাসায় আসি। তারপর তাকে খাইয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে আবার কারখানায় যাই। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। কারখানায় ডে কেয়ার সেন্টার আছে। তবে সেখানে চার বছর বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের রাখার সুযোগ আছে। এই শুক্রবারেও আমাকে ওভার টাইম করতে হচ্ছে। আবার কোনো কোনো দিন আমাকে রাতেও ওভারটাইম করতে হয়। তখনো আমার মেয়েটি তালাবদ্ধ ঘরে একা থাকে। ফোন করে খোঁজ নেয়ারও সুযোগ নাই," বলেন এই পোশাক কর্মী। তার দিন শুরু হয় ভোরে। আর সারাদিন চলে জীবনযুদ্ধ। সন্তানকে দেখভাল করা, বাজার করা, রান্না, আয় সবই তার কাজ। স্বামী থাকেন সপ্তাহে একদিন। তার কথা,"সকালে রান্না দিয়ে শুরু, মেয়েকে স্কুলের জন্য তৈরি করা। তারপর তাকে নিয়ে ছোটা। কারখানায় যাওয়া সকাল আটটার পর পাঁচ মিনিট দেরি হলে কারখানার গেট বন্ধ হয়ে যায়। রাতে ফিরে আবার রান্না, মেয়েকে পড়া দেখানো। রাত ১২ টার আগে ঘুমাতে পারি না। মনে হয় যন্ত্রের মতো চলি। কোনো অবসর নেই, বিনোদন নেই। শরীরেও নানা রোগ এই প্রচণ্ড খাটুনির কারণে।" এর মাঝেই তিনি স্বপ্ন দেখেন তার মেয়েকে নিয়ে, স্বপ্ন দেখেন মেয়ে একদিন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।

গৃহকর্মী শাফিয়া বেগমের গল্পটি আলাদা। তিনি 'সিঙ্গেল মাদার'। স্বামী থাকলেও তার সঙ্গে থাকেন না বহুদিন। দুই ছেলে-মেয়ের বড়টি ছেলে। রিকশা চালায়। আর মেয়েটি স্কুলে পড়ে। তিনি বাসায় কাজ করার পাশাশি সকালে ও সন্ধ্যায় কলাবাগানে রাস্তার ধারে পিঠা বিক্রি করেন। "আমি ১২ বছর বয়স থেকে বাসার কাজ করা শুরু করি। দুই সন্তান হওয়ার পর স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যায়, আরেকটি বিয়ে করে। তারপর এই দুই সন্তানকে আমিই বড় করি। ছেলেটিকে আমার মায়ের কাছে রেখে আর মেয়েটিকে বোনের কাছে রেখে কাজে যেতাম। এটাই আমার জীবন । আমার পিছনের হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখাতে পারি না। তারপরও কাজ করতে হয়।"

সাংবাদিক উদিসা ইসলামের ছেলে অহনের বয়স এখন পাঁচ বছর। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। উদিসা একটি অনলাইন নিউজ পেপারের বিশেষ প্রতিনিধি। তার স্বামী একটি বেসরকারি টেলিভিশনে কাজ করেন। অহনের জন্মের সময় উদিসা চিফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করতেন। " অহন আমার সাথেই অফিসে বড় হয়েছে। আমি যখন অফিসে আসতাম, তাকে নিয়ে আসতাম। আমার অফিস তার জন্য সহায়ক হয়েছে। আমার সহকর্মীরা আমাকে সহায়তা করেছেন। যখন আমি প্রতিবেদনের কাজে বাইরে যেতাম, তখন আমার সহকর্মীরাই তাকে দেখতেন, খাওয়াতেন। কিন্তু অফিসে তো আর গোসল করানো যায় না। তাই রাতে ১০ টার দিকে বাসায় ফিরে তাকে গোসল করাতাম।" তার স্বামী এখন সপ্তাহে তিন দিন নাইট ডিউটি করেন। ঐ তিন দিন তিনি দিনের বেলায় সন্তানকে সময় দেন। এখন উদিসা ছেলেকে দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে স্কুল শেষ করিয়ে বাসায় রেখে তারপর অফিসে আসেন। রাতে গিয়ে তাকেই ঘরের কাজ করতে হয়। উদিসা বলেন, "এই বয়সেই আমার ছেলেটি পরিস্থিতি বোঝে। আমার কাজের সময় কোনো বায়না ধরে না। ও একটি সোফার উপরও ঘুমিয়ে থাকতে পারে। কারণ, সে ছোটবেলা থেকেই এভাবে বড় হয়েছে।" তার কথা, "আমার অফিস যেভাবে আমাকে সহায়তা করেছে। সব অফিসে তো আর সেটা হয় না। তাই সন্তানের জন্য চাকরি ছাড়তেও বাধ্য হন কেউ কেউ। আর মেটারনিটি লিভ নিয়েও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ঝামেলা করে।"

শারমিনা নাসরিন যুগ্ম সচিব। ২০ বছর আগে বিসিএস অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। তিনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেছেন। চাকরির শুরুতেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার পোস্টিং হয়। সেই সব জায়গায় তিনি সানন্দেই কাজ করেছেন। কাজ করেছেন পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। চাকরিরত অবস্থায়ই জাপানে উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন। তার কথা, "এসবই সম্ভব হয়েছে আমার অদম্য ইচ্ছা, যৌথ পরিবারের সহায়তা আর বিশেষ করে আমার স্বামীর সহযোগিতার কারণে।" তার দুই ছেলে। তারা এখন তার বাবার সঙ্গে দেশের বাইরে থাকেন, সেখানেই পড়াশুনা করে। শারমিনা জানান, "আমার বড় ছেলেটির যখন জন্ম হয়, তখন আমার ঢাকার বাইরে পোস্টিং ছিল। আমার স্বামী তখন ঢাকায় চাকরি করতেন। তিনি তখন আমার কাছে গিয়ে আমাকে সময় দিয়েছেন। আবার আমি চার-পাঁচ মাসের জন্য যখন ট্রেনিংয়ে গিয়েছি, তখন আমার স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির সবাই, আমার শাশুড়ি বাচ্চাদের দেখাশুনা করেছেন। আমি জাপানে যখন উচ্চ শিক্ষা নিতে দুই বছরের জন্য যাই, তখন আমার বাচ্চার বয়স ছয় মাস। আমার পরিবারে সবাই আমাকে যেতে উৎসাহিত করেছেন। আমার মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল। কিন্তু আমার শাশুড়িসহ পরিবারের সবার উৎসাহ আমাকে সাহস দিয়েছে। আমার কলিগরা কেউ কেউ বিষয়টি অন্যভাবে দেখলেও পরিবারে সবাই ছিলেন আমার সাথে," বলেন তিনি। তার কথা, "আমার তখন মনে হয়েছিল আমি আমার সন্তানকে মায়ের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করছি কি না। পরে ফিরে এসে দেখেছি বিষয়টা সেররকম নয়। তাদের দরকার যত্ন এবং সঠিক পরিচর্যা। সেটা তারা যৌথ পরিবারের কারণে পেয়েছে।"

স্বামী-স্ত্রী দুইজনই ঢাকায় চাকরির সময় তাদের সন্তানকে ডে কেয়ার সেন্টারে রাখতে হয়েছিল। ঐ সময়ে পরিবারের অন্য সদস্যরাও ঢাকায় ছিলেন না। তখন তার স্বামীর চাকরির সুবাদে ইউনিসেফের ডে কেয়ার সেন্টারে সন্তানদের রাখতেন। শারমিনা বলেন," আমার মনে হয়, তখন ওরকম একটা ভালো ডে কেয়ার সেন্টার না পেলে আমাদের সমস্যা হতো।" তবে তিনি বলেন," আমার মতো সবার হয় না। সবাই পরিবারের সহায়তা পান না। তাই অনেকেই অনেক মেধাবী হওয়ার পরও চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।" তার অভিমত, নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যদি পরিবারের সাপোর্ট

এবং সামাজিক কাঠামো অনুকূল ও রাষ্ট্রের নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা থাকে তাহলে নারীরা কর্মক্ষেত্রে ভালো করবেন। আমি এই সাপোর্টগুলো পেয়েছি। কিন্তু সবাই সহায়তা পায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াহ শিমুল বলেন," ডে কেয়ার সেন্টার, মেটারনিটি লিভ, নিরাপত্তা, পরিবহণ এগুলো রাষ্ট্রের নীতি ও বিনিয়োগের ব্যাপার। সেগুলো যত ভালো হবে, তা নারীর জন্য সহায়ক হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পুরুষ, বিশেষ করে নারীর পাশের মানুষটির মনোভাবে পরিবর্তন।" তার কথা, "নারী যখন ক্ষমতায়িত হয়, তখন পুরুষ সেটা নিতে পারেনা। নারী যখন বাইরে ক্ষমতায়িত হয়, সে যখন ঘরে যায়, তখনও তো সে ক্ষমতায়িত। কিন্তু পুরুষ মনে করে, সে ঘরের কাজ করবে। ঘরের কাজ নারীদের। এটাই আসল সমস্যা। একই সঙ্গে পুরুষ সহকর্মীরা তাদের উন্নতি সহজে মেনে নিতে পারে না। আবার আছে মজুরির বৈষম্য। তারপরও নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। এটাই হলো বাস্তবতা।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০৮.০৩.২০২৪ রিহাব)

নারী দিবসে শুধু নারীদের দিয়ে বিমানের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রথমবারের মতো নারী কর্মীদের দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করেছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স'। ফ্লাইট পরিচালনার সকল বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন বিমান-এর নারী কর্মীরা। শুক্রবার (৮ মার্চ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা-দাম্মাম রুটে নারী ক্রুদের দিয়ে ফ্লাইট বিজি-৩৪৯ পরিচালনা করে। ফ্লাইটের ক্রুদের ব্রিফিং, চেক-ইন কাউন্টার, ফ্লাইট কভারেজ, কেবিন ক্রু ও ককপিট ক্রুর দায়িত্বে ছিলেন তারা। ফ্লাইটের পাইলট ছিলেন বিমান-এর জ্যেষ্ঠ নারী পাইলট ক্যাপ্টেন আলিয়া মান্নান ও ফার্স্ট অফিসার ফারিহা তাবাসসুম। দক্ষতা আর পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য সংস্থাটির নারী কর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এ মুহূর্তে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে চাকরি করছেন ১৫ জন নারী পাইলট, যা পুরুষ ও নারী পাইলটদের আন্তর্জাতিক গড়ের (৬%) দ্বিগুণের বেশি বলে জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসেন্স। ৩৪৫ জন নারী কেবিন ক্রুসহ, গ্রাউন্ড স্টাফ, নারী প্রকৌশলী, নারী প্রকৌশল ইন্সট্রাক্টর কাজ করছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন শাখায়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০৮.০৩.২০২৪ রিহাব)

এনএইচকে

নিরাপত্তাসহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করবে জাপান ও ভারত

জাপান ও ভারত জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক বিষয়াদি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত হয়েছে। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামিকাওয়া ইয়োকো এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর গতকাল বৃহস্পতিবার টোকিওতে এক বৈঠকে মিলিত হন। তারা একটি মুক্ত এবং অবাধ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বাস্তবায়নে সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হয়েছেন। উল্লেখ্য, মুক্ত এবং অবাধ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গঠনের এই ধারণাটিকে সমর্থন করে টোকিও। ভারতকে সমষ্টিগতভাবে 'গ্লোবাল সাউথ' নামে পরিচিত উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অন্যতম নেতা হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা হচ্ছে। দেশটি তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে তার উপস্থিতি বাড়িয়ে চলেছে।

শীর্ষ কূটনীতিকদ্বয় এ ব্যাপারে একমত যে তাদের দুই দেশের রয়েছে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সহ কিছু অভিন্ন মৌলিক মূল্যবোধ। মন্ত্রীদ্বয় জাপানের আত্মরক্ষা বাহিনী এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে যৌথ মহড়া আয়োজনকে স্বাগত জানান। তারা একথা নিশ্চিত করেন যে উভয় দেশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের হস্তান্তর বাড়াবে। এর পাশাপাশি মহাকাশ, সাইবারস্পেস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহযোগিতার সম্ভাবনা বাড়াতে সম্মত হয়েছেন তারা।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ নারগীস)

রেডিও টুডে

বিএনপি-জামায়াত চক্র দেশকে ধ্বংস করতে নেমেছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র অগ্নিসংযোগ ও জঙ্গিবাদের মাধ্যমে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দেশকে ধ্বংস করতে নেমেছে। এজন্য তিনি দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সরকার প্রধান বলেন, যারা জয় বাংলা স্লোগানে বিশ্বাস করে না, ৭ই মার্চের ভাষণকে প্রেরণা বলে মনে করে না, তারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায় না। (রেডিও টুডে:৮৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আজ ৮ই মার্চ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর কাজে স্বীকৃতি প্রদান, নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর সাফল্য উদযাপন ও নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে

দিনটিকে পালন করা হয়। নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ'। নারী দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাণীতে তারা বিশ্বের সকল নারীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের নারীদের সাফল্য আজ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। নারীর উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আর প্রধানমন্ত্রী তার বাণীতে বলেছেন, গৃহকর্মে নারীর শ্রম ও অবদানকে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারীরা এগিয়ে যাবে। (রেডিও টুডে:৮৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নারীদের সমঅধিকার নিশ্চিত এ কাজ করে যাচ্ছে সরকার। শুক্রবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও জয়িতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ইতোমধ্যেই সরকার অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সরকারি উচ্চপদে নারীদের সুযোগ দেয়া হয়েছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কোথাও মেয়েদের সুযোগ ছিল না জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে সে সুযোগ করে দিয়েছি। এর আগে সকাল দশটায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পাঁচ বিশিষ্ট নারীকে জয়িতা সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্মাননা পাওয়া পাঁচ জয়িতা নারী হলেন ময়মনসিংহের আনারকলি. রাজশাহীর কল্যাণী মিনজে, সিলেটের চা শ্রমিক কমলি রবি দাস, বরগুনার জাহানারা বেগম এবং খুলনার পাখি দত্ত। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাখাইন রাজ্যে বৃহস্পতিবার রাত থেকে বিভিন্ন এলাকায় থেমে থেমে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে

কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইকং ও হিল্লা ইউনিয়ন সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে রাখাইন রাজ্যে বৃহস্পতিবার রাতভর গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। এতে সমান্তের ওপারে বসবাসরত মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে বিজিবি ও কোস্টগার্ডের টহল। স্থানীয়রা জানান কয়েকদিন শান্ত থাকলেও বৃহস্পতিবার মধ্য রাত থেকে থেমে থেমে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। মিয়ানমারের রাখাইনে চলমান সহিংস ঘটনায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সরকারি বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘর্ষ চলছে। এতে টেকনাফের হোয়াইকং, উত্তরপাড়া, লম্বা বিল, উঞ্চি প্রাং, কাঞ্চনপাড়া, হিল্লা মৌলভীপাড়া, ওয়া ব্রাং, চৌধুরীপাড়া এবং জারিয়া পাড়া এলাকায় সীমান্তের ওপারে থেমে থেমে গুলি ও মর্টার শেলের শব্দ শোনা গেছে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

জনগণের ভোট দখল করে এখন পেশাজীবীদের ভোটও দখল করছে সরকার : আমির খসরু

দেশের জনগণের ভোট দখল করে এখন আইনজীবী, ব্যবসায়ীদের ভোটও দখল করছে সরকার। এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী । তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। শুক্রবার সকালে নয়াপল্টনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহিলা দলের অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেন তিনি। খসরু অভিযোগ করেন বাংলাদেশ এখন ধর্ষণের দেশে পরিণত হয়েছে। আর এই ধর্ষণের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা জড়িত রয়েছে। তিনি বলেন, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সবচেয়ে বেশি অবদান বিএনপির। নারীর অধিকার ও দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিএনপির আন্দোলন চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

নিয়ম-বিধি মেনে হাসপাতালে ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ করতে হবে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

হাসপাতালে অভিযান ইস্যুতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, হাসপাতালে নিয়ম বিধি মেনে ক্যাফেটোরিয়া নির্মাণ করতে হবে। অভিযানে ক্যাফেটেরিয়ার অবস্থান, আউটলেট, ফায়ার এক্সটিংগুইসার আছে কি না সেগুলো দেখা হবে। যথাযথ নিয়ম না মানলে জরিমানার পাশাপাশি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শুক্রবার সকালে উদয়ন স্কুলে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

পিরোজপুরের পাড়ের হাটে সড়ক দুর্ঘটনার ৬ জন নিহত

পিরোজপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর-পাড়ের হাট সড়কে বাস, ব্যাটারি চালিত অটো রিকশা ও মোটর সাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ছয় জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে পিরোজপুর পাড়ের হাট সড়কের ঝাউতলা নামক স্থানে এই

দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন পিরোজপুর সদর থানার প্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আশিকুজ্জামান। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাস উল্টে তিনজন নিহত হয়েছেন

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে গিয়ে তিনজন মারা গেছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ১০ জন। শুক্রবার ভোর রাতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের সদরদির বাবলা তলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানান ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার এএসআই আবু সাঈদ। ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ম্যানেজার আবু জাফর বলেন বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকা গামী ইমরান ট্রাভেলস নামের একটি বাস ভোরে সদরদী বাবলাতলা এলাকায় আসলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। এতে বাসটি দুমড়ে যায় এবং বাসের ভিতরে থাকা যাত্রীরা আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ.০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে সিঙ্গাপুর থেকে আগামীকাল দেশে ফিরবেন ওবায়দুল কাদের

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে আগামী শনিবার দেশে ফিরছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ এই তথ্য জানিয়েছেন। শেখ ওয়ালিদ জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে আগামীকাল দুপুরে ঢাকার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর ছাড়বেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায় তার ঢাকা পৌঁছার কথা রয়েছে। এর আগে ওবায়দুল কাদের গত রোববার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে যান। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

নারী অধিকারের কথা বলে সরকার ভাওতাবাজি করছে : রিজভী

দেশের মানুষ এখনই ঐক্যবদ্ধ না হলে বাংলাদেশের অবস্থাও ফিলিস্তিনের মতো হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, সরকার মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে না। বরং তাদের অধিকার হরণ করছে। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন তিনি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার মুখে নারী অধিকারের কথা বললেও এসব ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস এমন এক সময় পালিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশের নারীরা ঘরে বাইরে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও খুনের শিকার হচ্ছেন।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাষ্ট্র কখনো রাজাকারদের বিচার করতে দায় নেবে না : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

রাষ্ট্র কখনো রাজাকারদের বিচার করতে দায় নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক। তিনি বলেছেন, জিয়াউর রহমান রাজাকারদের মুক্তি দিয়েছে আর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের বিচার করছে। শুক্রবার বিকেলে টাঙ্গাইলে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। গ্রাম পর্যায়ে থেকে শুরু করে শহর পর্যন্ত যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। অতি দ্রুত রাজাকারদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

পিরোজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ৮ জন নিহত

পিরোজপুরে বাস, ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা ও মোটর সাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়েছে। ঐ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত আট জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন। আহতদের খুলনা ও বরিশাল মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। শুক্রবার দুপুর বারোটার দিকে পিরোজপুরের সদর উপজেলার পাড়েরহাট সড়কের ঝাউতলা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের ৬ জন অটোরিকশার যাত্রী আর বাকি দুজনের একজন মোটরসাইকেলের চালক ও অন্যজন বাস যাত্রী ছিলেন বলে জানিয়েছেন ফিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানকে উড়িয়ে দিলো বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানকে উড়িয়ে দিলো বাংলাদেশ। গুণে গুণে অর্ধডজন বল দিলো তাদের জালে। ফলে অপরাজিত থেকেই শিরোপার লড়াইয়ে নামবে বাঘিনীরা। সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শুক্রবার ভুটানের মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ। কাঠমান্ডুর আনফা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ভুটানকে ৬-

০ গোলে হারায় বাংলাদেশের নারীরা। তুলে নেয় আসরে হ্যাটট্রিক জয়। ফাইনালে আগেই পা রেখেছিল বাংলাদেশ, নেপাল আর ভারতকে হারিয়ে নিশ্চিত করেছিলো শিরোপার লড়াই। ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচটা ছিল শুধুই নিয়মরক্ষার। তবুও ম্যাচটাকে বেশ গুরুত্বের সাথেই নেয় বাঘিনীরা। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের আরো বেশি সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। রাজধানীর উসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শুক্রবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সেরা জয়িতা পুরস্কার ২০২৩ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। নানা প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃত হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পাঁচ নারী এই পুরস্কার পান। এসময় সরকার প্রধান বলেন, আওয়ামী লীগই একমাত্র দল যারা নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত কাজ করছে। দেশের কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে নারীরা কাজ করছে। বিভিন্ন বাহিনীতে নারীরা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে যা সুনাম কুড়িয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মানবসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

সংযুক্ত আরব সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ দেশটির মানবসম্পদ ও এমিরেটাইজেশন বিষয়কমন্ত্রী ড. আব্দুল রহমান আল আওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শুক্রবার সকালে দুবাইয়ে মন্ত্রী আব্দুল রহমান আল আওয়ারের এর কার্যালয়ে এই বৈঠক করেন। এ সময় পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদির মধ্যে আরব আমিরাতে বাংলাদেশের স্নাতক নার্স, কেয়ার গিভার, স্বাস্থ্য সেবার টেকনিশিয়ান, কৃষিবিদ, কৃষক ও বিভিন্ন পেশাজীবী সহ সব কর্ম অঙ্গনে আরো বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন দুই মন্ত্রী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরব আমিরাতের সব ট্রেডে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য পুনরায় ভিসা চালু করা, ভিসা পদ্ধতি সহজ করা এবং এক নিয়োগ কর্তার কাছ থেকে অন্য নিয়োগ কর্তার কাছে ওয়ার্ক পারমিট হস্তান্তর সহজীকরণের অনুরোধ জানান।

(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের সাত জানুয়ারির নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের হয়নি : ইইউ কারিগরি দল

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৭ই জানুয়ারির নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের হয়নি বলে রিপোর্ট দিয়েছে ইইউ কারিগারি দল। ৩৪ পাতার রিপোর্টে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নিজেদের মতামতের সঙ্গে পরিস্থিতি পরিবর্তনে সুপারিশও করেছে দলটি। শুক্রবার এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে তারা বলেছে বাংলাদেশে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশ ছিল না। এ সময় একদিকে যেমন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না অন্যদিকে আন্দোলন করার অবাধ সুযোগও সীমিত করা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

আগামীকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হবে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচন

রাত পোহালেই ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচন। ময়মনসিংহে সাধারণ নির্বাচন হলেও কুমিল্লায় ভোট হবে শুধু মেয়র পদে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে নির্বাচনী সরঞ্জাম। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় মাঠে রয়েছে পুলিশ ও বিজিবি। আগামীকাল শনিবার ভোট চলবে সকাল আটটা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ.০৮ ০৩.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি শ্রমিক নিতে পারবে মালয়েশিয়া

বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী শ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে দালাল ধর্মী প্রতিষ্ঠান ও ভিসা আবেদন এজেন্সি গুলো বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালয়েশিয়া সরকার। এখন থেকে দেশটির নিয়োগকর্তারা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিতে পারবেন। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতক সেরি সাইফুদ্দিন ইসমাইল এক ঘোষণায় জানিয়েছেন শ্রমিকরা সরাসরি অভিবাসন বিভাগের মাই ভিসা পোর্টালের মাধ্যমে ইন্টারনেট ভিসার আবেদন করতে পারবেন। শুক্রবার সিঙ্গাপুর ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দা স্টেট টাইমসের এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে। (রেডিও টুডে :২১৪৫ ঘ. ০৮.০৩.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

নারীদের সুযোগ দিলে তারা সবই পারে : প্রধানমন্ত্রী

নারীদের সুযোগ দিলে তারা সবই পারে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'প্রশাসন, বিচার অঙ্গন, খেলাধুলাসহ সব জায়গায় তারা নিজেদের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে।' শুক্রবার, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

উপলক্ষ্যে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা মেয়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের এগিয়ে নিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের আলাদা কর্মসংস্থানও করে দিচ্ছি। বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে আইন করে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। নারী ক্ষমতায়নের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, 'প্রশাসনে উচ্চ পর্যায়ে নারীদের পদায়ন করতে আলাদা ফিট লিস্ট করতে বলি। অনেককে রাষ্ট্রপতির কোটায়ও নিয়োগ দিয়েছি। এখন প্রশাসন ও বিচার অঙ্গনের উচ্চ পর্যায়ে নারীরা কাজ করছে। এসপি পদে নিয়োগ দিতে বাধার সম্মুখীন হয়েছি, বলেছে নারীরা এসপি হবে কীভাবে? সেটাও করেছি। প্রথমে মুন্সিগঞ্জে নারী এসপি দিয়েছি, সফল হয়েছে। নারীদের সুযোগ দিলে তারা সবই পারে। সুযোগ দিতে হয়, সুযোগ না দিলে হয় না। আমার মাকে আমরা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় কীভাবে কাজ করেছেন। সামনে আসেননি, এমনকি গোয়েন্দারাও ধরতে পারেনি, আমার মা সবচেয়ে বড় গেরিলা।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এভারেস্টেও আমাদের মেয়েরা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে আসছে। খেলাধুলাতেও পারদর্শিতা দেখাচ্ছে। আমরা সুযোগ করে দিয়েছি, তারা তাদের দক্ষতা দেখাচ্ছে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

শনিবার দেশে ফিরছেন ওবায়দুল কাদের

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে শনিবার দেশে ফিরছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশ সময় শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় তার ঢাকায় পৌঁছার কথা রয়েছে। এর আগে ৩রা মার্চ স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে যান ওবায়দুল কাদের। সেখানে ২০১৯ সালের মার্চে তার বাইপাস সার্জারি হয়। এরপর থেকে নিয়মিত তিনি সিঙ্গাপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে যান।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

জয়িতা সম্মাননা পেলেন সংগ্রামী ৫ নারী

হাজারো বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পাঁচজন জয়িতাকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার, ৮ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে তাদের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকার চেক, ক্রেস্ট, উত্তরীয় ও সনদ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি। স্বাগত বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক। ‘অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী’ ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ জেলার সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী আনার কলি, ‘শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী’ ক্ষেত্রে ওরাও সম্প্রদায়ের জয়িতা রাজশাহীর কল্যাণী মিনজি, ‘সফল জননী নারীর ক্ষেত্রে মৌলভীবাজার জেলার কমলী রবিদাশ সম্মাননা পেয়েছেন। এছাড়া ‘নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করে সাফল্য অর্জনকারী’ ক্যাটাগরিতে বরগুনার জাহানারা বেগম এবং ‘সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন যে নারী’ ক্ষেত্রে খুলনার পাখি দত্ত সম্মাননা পেয়েছেন। কমলী রবিদাশ মাত্র ১৮ টাকা দিন মজুরিতে চা শ্রমিক হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তার একজন ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেন। বর্তমানে তার ছেলে একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা। ১২/১৩ বছর বয়সে বিয়ে হওয়া, যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় স্বামী কর্তৃক এসিডে দগ্ধ হয়ে পুনরায় জীবনে স্বাবলম্বী জয়িতা জাহানারা বেগম। পাখি দত্ত তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার, জীবন মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

এক দশকে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে রোল মডেল : অর্থ প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশি নারীদের ভূমিকা ও কৃতিত্বের জন্য গর্ব প্রকাশ করে অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, 'গত এক দশকে সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে রোল মডেল হয়েছে।' আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে শেখ হাসিনা বেশ কিছু প্রগতিশীল পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলেও জানান তিনি।আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ভারতের সহকারী হাইকমিশন চট্টগ্রামে নারীদের সংবর্ধনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান। অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পকলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, মেডিকেল শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন অঙ্গনের নারীরা অংশগ্রহণ করেন। অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে সহকারী হাইকমিশনার ড. রাজীব রঞ্জন সর্বস্তরের নারীদের শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান। তিনি বলেন, 'ভারত নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এবং লিঙ্গ সমতাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।' তিনি আরো বলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের নারীরা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।' এসময় নারী নেত্রীদের মধ্যে প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম, ফুলকি সহজপাঠ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলা মোমেন, সঙ্গীত ভবনের পরিচালক কাবেরী সেনগুপ্তা, দৈনিক বাংলার বুরো চিফ ডেইজি মওদুত তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। শেষে মনোমুগ্ধকর লোকনৃত্য পরিবেশন করা হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

১০ মন্ত্রণালয়-বিভাগে নারী সচিব, নারী ডিসি ৭ জন

প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে এখন উঠে আসছেন নারী কর্মকর্তারা। পুরুষের তুলনায় তা অনেক কম হলেও বিগত কয়েক দশকের তুলনায় এটাকে নারীর ক্রম অগ্রযাত্রা বলা যায়। প্রশাসনে অনেক যোগ্য নারী কাজ করছেন এবং ভবিষ্যতে বড় দায়িত্বে নারীর সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশা দায়িত্বরতদের। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, সিভিল সার্ভিসে সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত নারী কর্মকর্তার সংখ্যা এক হাজার ৫৪০ জন। বর্তমানে প্রশাসনে ৮৬ জন সচিব, সিনিয়র সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা আছেন। এর মধ্যে ১০ জন নারী। ৬৪ জন জেলা প্রশাসকের মধ্যে নারী ৭ জন। আটজন বিভাগীয় কমিশনারের মধ্যে একজন নারী। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, নারী সিনিয়র সচিব, সচিব ও সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা ১০ জন। এদের মধ্যে রয়েছেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব শাহনাজ আরেফিন এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ।এছাড়া রয়েছেন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারেক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত চৌধুরী, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য রেহানা পারভীন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন।ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার নারী। উম্মে সালমা তানজিয়া ময়মনসিংহ বিভাগ সামলাচ্ছেন। জেলা প্রশাসকদের মধ্যে রয়েছেন, ফেনীর জেলা প্রশাসক মুছাম্মৎ শাহীনা আক্তার, লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক সুরাইয়া জাহান, ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক ফারাহ্ গুল নিঝুম, হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোছাম্মৎ জিলুফা সুলতানা, মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক উর্মি বিনতে সালাম, মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক রেহেনা আকতার ও গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক কাজী নাহিদ রসুল। রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে কোনো নারী জেলা প্রশাসক নেই। ক্যাডার সার্ভিসের নারী কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের মহাসচিব ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সায়লা ফারজানা জাগো নিউজকে বলেন, ‘গত ৫-৬ বছরে প্রশাসনে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের নীতি-নির্ধারণী পদগুলোতে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সেই সুযোগটা প্রসারিত করেছেন আমাদের মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব, জনপ্রশাসন সচিবসহ সিনিয়র স্যাররা। সেজন্য আমরা প্রধানমন্ত্রী ও স্যারদের প্রতি কৃতজ্ঞ।’ অতিরিক্ত সচিব বলেন, ‘আরো অনেক যোগ্য নারী কর্মকর্তা রয়েছেন, যারা এসব নীতি-নির্ধারণী পদে যাওয়ার মতো। আমরা আশা করছি এ সংখ্যা আরো বাড়বে। আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে এসব জায়গায় আরো নারী কর্মকর্তা পাবো। আমাদের স্যাররাও জানেন যে দেওয়ার মতো আরো ভালো কর্মকর্তা আছেন। আশা করি আস্তে আস্তে বাড়বে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

প্রথমবার ফ্লাইট পরিচালনায় পাইলট থেকে শুরু করে সবাই নারী

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনায় পাইলট থেকে শুরু করে গ্রাউন্ড স্টাফ সবাই ছিলেন নারী। শুক্রবার, ৮ই মার্চ দুপুর ২টায় ঢাকা-দাম্মাম রুটে এ ফ্লাইট পরিচালনা করা হয়। বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রথমবারের মতো ব্যতিক্রম এ আয়োজন করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। নারী ক্রু সমন্বয়ে ফ্লাইট বিজি-৩৪৯ পরিচালনা করা হয়েছে। ফ্লাইটের ক্রুদের ব্রিফিং, চেক-ইন কাউন্টার, ফ্লাইট কভারেজ, কেবিন ক্রু এবং ককপিট ক্রু সবাই ছিলেন নারী। এ ছাড়া পাইলট হিসেবে ফ্লাইট পরিচালনা করেন বিমানের সিনিয়র নারী ক্যাপ্টেন আলিয়া মান্নান ও ফার্স্ট অফিসার ফারিহা তাবাসসুম। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে একটি স্মার্ট এয়ারলাইন্স হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় সমানভাবে কাজ করে চলছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নারীরা। দক্ষতা আর পেশাদারিত্বের অসামান্য অবদান রাখা বিমানের নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিশ্ব নারী দিবসে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শফিউল আজিমের নির্দেশনায় নেওয়া হয় এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।' বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন একজন নারী। এ ছাড়া মহাব্যবস্থাপক, জনসংযোগ, প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, মহাব্যবস্থাপক, গ্রাহক সেবা নারী। বিমানে রয়েছে ১৫ জন অভিজ্ঞ নারী পাইলট যা পুরুষ ও নারী পাইলটদের আন্তর্জাতিক গড় ৬ শতাংশের প্রায় দ্বিগুণ। বিমানে রয়েছে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ৩৪৫ জন নারী কেবিন ক্রু। এছাড়া গ্রাউন্ড স্টাফ, নারী প্রকৌশলী, নারী প্রকৌশল ইন্সট্রাক্টরসহ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সব শাখায় রয়েছে নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী। বিমানের নারী পাইলট, কেবিন ক্রু, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সমাজের সব নারীদের অনুপ্রেরণা যোগায়, সত্য প্রমাণ করে এ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যকে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

পিরোজপুরে বাসচাপায় মোটরসাইকেল-অটোরিকশার ৭ যাত্রী নিহত

পিরোজপুরে বাসচাপায় ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের সাত যাত্রী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার, ৮ই মার্চ দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার পাড়েরহাট সড়কের বেলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসিকুজ্জামান সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ফায়ার সার্ভিস এ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মোঃ রেজোয়ান জানান, 'প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাসটি ব্রেক ফেল করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও একটি মোটর সাইকেলকে চাপা দিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আমরা তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করি।

কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে চারজন মারা যান।' নিহতদের মধ্যে স্বপন, নাইম, হেমায়েত, খাইরুলের নাম জানা গেছে। বাকি তিনজনের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পিরোজপুরের অভ্যন্তরীণ রুটের বাস ইন্দুরকানী উপজেলার বালিপাড়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে ঝাউতলায় এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আশিকুজ্জামান বলেন, 'দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজন নিহত হয়েছেন। আমরা ঘটনাস্থলে রয়েছি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

দেশের সব মসজিদে একই পদ্ধতিতে খতমে তারাবি পড়ার আহ্বান

পবিত্র রমজান মাসে সারাদেশের সব মসজিদে একই পদ্ধতিতে খতমে তারাবি নামাজ পড়ার আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। শুক্রবার, ৮ই মার্চ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ আহ্বান জানিয়েছে। এতে বলা হয়, রমজান মাসে দেশের প্রায় সব মসজিদে খতমে তারাবি নামাজে পবিত্র কোরআনের নির্দিষ্ট পরিমাণ পারা তিলাওয়াত করার রেওয়াজ চালু আছে। তবে কোনো কোনো মসজিদে এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এতে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতকারী কর্মজীবী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে পবিত্র কুরআন খতমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের মধ্যে একটি অতৃপ্তি ও মানসিক চাপ অনুভূত হয়। পবিত্র কুরআন খতমের পূর্ণ সওয়াব থেকেও তারা বঞ্চিত হন। এ পরিস্থিতি নিরসনে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম ৬ দিনে দেড় পারা করে ৯ পারা এবং বাকি ২১ দিনে ১ পারা করে ২১ পারা তিলাওয়াত করলে ২৭ রমজান রাতে অর্থাৎ পবিত্র শবে কদরে পবিত্র কুরআন খতম করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এমতাবস্থায় দেশের সব মসজিদে খতমে তারাবি নামাজে প্রথম ৬ দিনে দেড় পারা করে ও পরবর্তী ২১ দিনে এক পারা করে তিলাওয়াতের মাধ্যমে পবিত্র শবে কদরে পবিত্র কুরআন খতমের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সারাদেশের সব মসজিদের খতিব, ইমাম, মসজিদ কমিটি, মুসল্লি এবং সংশ্লিষ্ট সবার কাছে অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। আগামী সোমবার, ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেলে মঙ্গলবার, ১২ই মার্চ থেকে রমজান মাস গণনা শুরু হবে ও মুসলমানরা রোজা রাখা শুরু করবেন। সেক্ষেত্রে সোমবার রাতেই এশার নামাজের পর ২০ রাকাত বিশিষ্ট তারাবি নামাজ পড়া শুরু হবে, রোজা রাখতে শেষ রাতে প্রথম সেহরিও খাবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। অন্যদিকে, সোমবার চাঁদ দেখা না গেলে মঙ্গলবার শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হবে, রমজান মাস গণনা শুরু হবে বুধবার, ১৩ই মার্চ। এক্ষেত্রে মঙ্গলবার এশার নামাজের পর তারাবি নামাজ পড়া শুরু হবে ও শেষ রাতে খেতে হবে সেহরি।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

জনগণ দিশেহারা, মন্ত্রীরা করছেন তামাশা : মঈন খান

নিত্যপণ্যের আকাশচুম্বী দামে জনগণ যখন দিশেহারা সরকারের মন্ত্রীরা তখন এসব নিয়ে তামাশা করছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। শুক্রবার, ৮ই মার্চ সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। এদিন ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির নেতা-কর্মীরা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান। এসময় তারা দেশকে নতুন করে গড়া এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার শপথ নেন। পরে মঈন খান উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, 'দেশের অর্থনীতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পরও বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে সরকার। এসব করে বিরোধীদলের আন্দোলন দমানো যাবে না।' দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ দাবি করে মঈন খান বলেন, 'সরকার ভয় পেয়ে খালেদা জিয়াকে এখনো আটকে রেখেছে।' এসময় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপির বিশেষ সম্পাদক ড. আসাদুজ্জামান রিপন, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ, জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোনায়েম মুন্না উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের মধ্যে ছিলেন, সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম, সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান, দফতর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, প্রচার সম্পাদক শরিফ প্রধান শুভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান খন্দকার অনিক, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন শাওন-সহ সংগঠনের তিন শতাধিক নেতা-কর্মী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

করোনায় ১ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৪৯

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৯ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৮৪৭ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৪৯২ জনে। শুক্রবার, ৮ই মার্চ স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৩৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৮২০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৭৫৮ জনের নমুনা। পরীক্ষার

বিপরীতে শনাক্তের হার ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৩.২০২৪ প্রতীক)

BBC

FAMILIES OF ISRAELI HOSTAGES IN GAZA CALL FOR THEIR SAFE RETURN

The father of a 19-year-old being held said "all suffering" would end "on both sides" if the hostages came home. The families added that recent failures in negotiation talks between Israel and Hamas caused "despair and desperation". Thursday marks five months since the conflict began when Hamas fighters stormed southern Israel on 7 October. Speaking at the Israeli embassy on Thursday, the father of Nimrod Cohen, a 19-year-old soldier taken hostage, said officials needed to move forwards with negotiations.
(BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

HAMAS DELEGATION LEAVES GAZA TRUCE TALKS IN CAIRO WITHOUT DEAL

It had been hoped that a 40-day truce could be in place for the start of the Islamic month of Ramadan next week. With more signs of a famine looming, international pressure has only grown. But Egyptian and Qatari mediators have struggled to seal a deal that would see Hamas free Israeli hostages in exchange for Palestinians held in Israeli jails. Israel did not send a delegation to Cairo, saying it first wanted a list of the surviving hostages who could be released under the agreement. Hamas said Israel did not accept its demands for displaced Palestinians to be able to return to their homes nor a complete withdrawal of Israeli forces from Gazan cities. (BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY: WHEN IS IT AND WHY IS IT IMPORTANT?

International Women's Day (IWD) grew out of the labour movement. The seeds were planted in 1908, when 15,000 women marched through New York City demanding shorter working hours, better pay and the right to vote. A year later, the Socialist Party of America declared the first National Woman's Day. The idea to make it an international event came from Clara Zetkin, a communist activist and advocate for women's rights. In 1910, she raised it at an International Conference of Working Women in Copenhagen. Her suggestion was unanimously backed by the 100 women from 17 countries who were at the conference.
(BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

PORTUGAL POLLS: ANDRÉ VENTURA, EX-FOOTBALL PUNDIT, SHAKES UP VOTE

The spotlight is on the far-right Chega (Enough) party and the unprecedented role it could play in national politics, even if it remains just the third-largest force in parliament. Its leader, André Ventura, a former councilor for the Centre-right Social Democratic Party (PSD) and one-time trainee priest who made his name on national television commenting on football, has made corruption and record immigration the focus of viral social media campaigns. First elected to parliament in 2019, he has proved an agile performer whose drastic policy shifts have done more to broaden Chega's base than undermine its credibility. In criminal justice, where he once demanded chemical castration for rapists, he now poses as a champion of police officers demonstrating for better pay; in education and health, where Chega called for the state to bow out almost entirely, he now proposes more modest reforms, while promising higher pensions. (BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

AUSTRALIA’S GREAT BARRIER REEF HIT BY MASS CORAL BLEACHING

Bleaching occurs when heat-stressed corals expel the algae that gives them life and colour. It is the fifth time in eight years widespread damage has been detected at the Unesco World Heritage site. Only two mass bleaching events had been recorded until 2016, and scientists say urgent climate action is needed for the reef to survive. "The frequency and scale at which these mass bleaching events are now occurring is frightening - every summer we're holding our breath," said Greenpeace Australia's David Ritter.
(BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

DRAGON BALL: JAPAN MANGA CREATOR AKIRA TORIYAMA DIES

Akira Toriyama suffered an acute subdural hematoma, a type of bleeding near the brain, his studio said Friday. Dragon Ball is hugely popular around the world and the comic series has also spawned cartoon and film versions. Fans have paid tribute to Mr Toriyama for creating characters that have become a part of their childhood. The Dragon Ball comic series debuted in 1984. It follows a boy named Son Goku in his quest to collect magical dragon balls to defend Earth against alien humanoids called Saiyans. Mr Toriyama had

uncompleted works at the time of his death. He died on 1 March and only his family and very few friends attended his funeral, according to a statement from the Dragon Ball website. (BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

UVALDE SCHOOL SHOOTING: VICTIMS' FAMILIES CONDEMN NEW REPORT

Independent investigator Jesse Prado said the police officers had acted in good faith - contrary to earlier findings criticizing the slow response. "You call that good faith? They stood there 77 minutes," said Veronica Mata, whose 10-year-old daughter was killed. Gunman Salvador Ramos, an ex-student, killed 19 pupils and two teachers. The 24 May, 2022 attack was one of the deadliest school shootings in US history. Mr Prado's presentation triggered a furious response by some of the victims' families. Several family members of those killed in the shooting walked out in anger before Mr Prado finished his presentation at Uvalde's city hall. (BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

US TO SET UP TEMPORARY PORT ON GAZA COAST FOR AID DELIVERY

The temporary port will increase the amount of humanitarian assistance to Palestinians by "hundreds of additional truckloads" per day, officials say. Mr Biden added that no US troops would land in Gaza. The UK said it would work with the US to set up a sea corridor. The UN warns that a quarter of the population is on the brink of famine. The president made the official announcement during his State of the Union address on Thursday. He said the port, which will be built by the US military, will involve a temporary pier to transport supplies from ships at sea to the shore. (BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

PRODUCTION OF DUVEL BEER HIT BY CYBER-ATTACK

The company says it fell victim to the suspected ransom ware attack "during the night from Tuesday to Wednesday." Initially, five of its production facilities were shut down - one has since come back online. Duvel said it was currently unable to give further details "as the investigation into the cause of the cyber-attack is ongoing." "The built-in command systems and alarms in the IT-system worked well, so our IT department was immediately informed of the attack," the company said in a statement. "The servers were immediately shut down, which also shut down production at the four Belgian production sites and the production site in Kansas City."(BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

PAKISTAN STUDENT SENTENCED TO DEATH OVER 'BLASPHEMOUS' MESSAGES

The court in Punjab Province said he had shared blasphemous pictures and videos with the intention to outrage the religious feelings of Muslims. A 17-year-old was sentenced to life imprisonment as part of the same case. Both have denied wrongdoing. Blasphemy is punishable by death in Pakistan. Some people have been lynched even before their cases go on trial. The complaint was filed in 2022 by the cybercrime unit of Pakistan's Federal Investigation Agency (FIA) in Lahore, the capital of Punjab. The case was referred to a local court in the city of Gujranwala. In the ruling this week, the judges said the 22-year-old was sentenced to death for preparing photos and videos which contained derogatory words about Prophet Muhammad and his wives. The younger defendant was given a life sentence for sharing the material. (BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

SWEDES CHEER END OF LONG WAIT TO JOIN NATO

As Stockholm commuters rushed to work in temperatures of -1C, few were in the mood for a detailed post-mortem of the application process. But many said they already felt safer, just a day after Sweden officially joined NATO, following a document handover in Washington. "I think it's great, actually. It feels safe, and about time," said 58-year-old Kristina McConnell, who used to work in the military and was on her way to the city Centre law firm where she now practiced. Sweden embraced wartime neutrality for more than 200 years, and a decade ago a majority of residents were against joining the multinational military alliance. But support for membership crept up in the mid-2010s, amidst growing signs of Russian aggression in the region, including reports of spy planes in Baltic airspace and a suspected submarine in Swedish waters. (BBC Web page : 08.03.2024 Ali Ahmed)

:: The End ::